ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA   গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-249 ■ 10 June, 2026 ■ আগরতলা ১০ জুন, ২০২৬ ইং ■ ২৬ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শহিদ দিবসে

বিরসা মুন্ডার আত্মত্যাগ আগামী প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্ধুদ্ধ করবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ জুন (আইএএনএস) ।। আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজসংস্কারক বিরসা মুন্ডা-র শহিদ দিবসে মঙ্গলবার তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, মাতৃভূমির জন্য তাঁর সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের গাথা দেশের প্রতিটি প্রজন্মকে দেশপ্রেমের চেতনায় অনুপ্রাণিত করে যাবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "'ধরতি আবা' ভগবান বিরসা মুন্ডার শহিদ দিবসে তাঁকে কোটি কোটি প্রণাম। জল, জঙ্গল ও জমি রক্ষার জন্য তিনি অদম্য সাহসের সঙ্গে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।"

তিনি আরও বলেন, "আদিবাসী সমাজের আত্মসম্মান, সংস্কৃতি এবং অধিকার রক্ষার জন্য তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গিত ছিল। মাতৃভূমির জন্য তাঁর সর্বোচ্চ আত্মবলিদানের কাহিনি দেশের প্রতিটি প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা জাগ্রত করবে।"

ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট আদিবাসী নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে বিরসা মুন্ডা আজও সমাদৃত। ১৮৭৫ সালে বর্তমান ঝাড়খণ্ডে তাঁর জন্ম। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং আদিবাসীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া শোষণমূলক ভূমি নীতির বিরুদ্ধে তিনি ঐতিহাসিক 'উলগুলান' বা 'মহাবিদ্রোহ'-এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

তাঁর নেতৃত্বে হাজার হাজার আদিবাসী নিজেদের অধিকার, পরিচয় এবং ঐতিহ্যগত জমির মালিকানা রক্ষার আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। যদিও তাঁর আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছিল ছোটনাগপুর অঞ্চল, তবুও তাঁর সংগ্রামের প্রভাব ও উত্তরাধিকার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। বিশেষ করে অসমের বৃহৎ আদিবাসী ও চা-জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরসা মুন্ডার স্মৃতি এখনও গভীরভাবে জীবিত। ঔপনিবেশিক আমলে ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে অসমে আসা বহু চা-বাগান শ্রমিক পরিবারের শিকড় সেই অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের কাছে বিরসা মুন্ডা প্রতিরোধ, মর্যাদা ও ক্ষমতায়নের প্রতীক। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

২০২৫-২৬ অর্থ বছরে

অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগে জরিমানা আদায় ৩ কোটি ৪৮ লাখ ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন ।। বিদ্যুৎ চুরি করা ব্যক্তি বা আইনভঙ্গকারীদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না। এ ধরনের অপরাধ কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না। আজ স্পষ্টভাবে একথা জানান মন্ত্রী রতন লাল নাথ। মন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ শুধু একটি পরিষেবা নয়, আধুনিক জীবনের অপরিহার্য অংশ। তাই ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম সাধারণ মানুষের কাছে এই পরিষেবা সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।তিনি আরও জানান, বিদ্যুৎ চুরি ও বকেয়া বিল না দেওয়া গ্রাহকদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালানো হবে। তাঁর প্রশ্ন কেন সৎ গ্রাহকরা অসৎদের বিদ্যুৎ চুরির বোঝা বহন করবেন। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, সাধারণ ও সৎ গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষায় রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম কঠোর অভিযান চালাচ্ছে। গত দুই অর্থবছরে শুধু বকেয়া বিলের কারণে মোট ৭২,৪৩২টি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

২০২৪—২৫ অর্থবছরে ৫০,৪১৮টি সংযোগ বকেয়া বিলের কারণে বিচ্ছিন্ন করা হয়। পরে ২৮,২২৯টি সংযোগ বিল পরিশোধের পর পুনরায় চালু করা হয়। ওই অর্থবছরে এপ্রিল মাসে ৩৯০টি সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও বছরের শেষ দিকে অভিযান আরও তীব্র হয়। জানুয়ারি ২০২৫-এ সর্বোচ্চ ১২,৬৭৫টি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। ডিসেম্বর মাসে ৮,৪৫৯টি এবং মার্চে ৭,২০৩টি সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। অন্যদিকে, ২০২৫—২৬ অর্থবছরেও এই অভিযান অব্যাহত থাকে। মোট ২২,০১৪টি সংযোগ বকেয়া বিলের কারণে বিচ্ছিন্ন করা হয়, যার মধ্যে ১৬,৮০৩ জন গ্রাহক বিল পরিশোধ করে পুনরায় সংযোগ ফিরে পান। এপ্রিল ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি মাসেই এই অভিযান চলেছে। জুলাই মাসে ৩,২১৬টি এবং মে মাসে ২,৯২৪টি সংযোগ বিচ্ছিন্ন ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে নিগমের সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিদ্যুৎ ভবনের সামনে বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করে বিদ্যুৎ গ্রাহক ও বিদ্যুৎ কর্মচারী কল্যাণ সমিতি।

ফুয়েল চার্জ, ফিক্সড চার্জ ও ডিউটি চার্জের আড়ালে চড়া হারে বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে মঙ্গলবার আগরতলার বিদ্যুৎ ভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে বিদ্যুৎ গ্রাহক ও বিদ্যুৎ কর্মচারী কল্যাণ সমিতি।

সংগঠনের সদস্যরা অভিযোগ করেন, বিদ্যুতের মূল ট্যারিফের পাশাপাশি বিভিন্ন অতিরিক্ত চার্জ আরোপ করে সাধারণ গ্রাহকদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে সুব্রত গাঙ্গুলী বলেন, বিদ্যুতের বিল ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষ, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবার এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন। বিদ্যুৎ খাতকে ধাপে ধাপে বেসরকারিকরণের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চলছে, যার ফলে সাধারণ গ্রাহকদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপছে।

সংগঠনের অভিযোগ, বিদ্যুতের মূল ইউনিট মূল্য ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অতিরিক্ত চার্জ আরোপের ফলে গ্রাহকদের প্রকৃত বিদ্যুৎ ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তিনি দাবি করেন, ফুয়েল চার্জ, ফিক্সড চার্জ ও অন্যান্য অতিরিক্ত মাশুলের নামে যে বাড়তি অর্থ আদায় করা হচ্ছে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ পরিষেবাকে আরও স্বচ্ছ ও জনবান্ধব করার দাবিও জানান তিনি।বিক্ষোভকারীরা সতর্ক করে বলেন, বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন তারা। কর্মসূচিতে সংগঠনের অন্যান্য সদস্য ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

পুলিশে রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন ।। ত্রিপুরা পুলিশে বড়সড় রদবদলের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই ওসি (অফিসার-ইন-চার্জ) এবং এসডিপিও স্তরে ব্যাপক বদলি কার্যকর হতে চলেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এই রদবদল ধাপে ধাপে সম্পন্ন হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে সোমবার ৯ জন পুলিশ আধিকারিককে বদলি করে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সদর দপ্তর থেকে জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, বদলিকৃতদের মধ্যে একাধিক থানার ওসিও রয়েছেন।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, কলমচৌড়া থানার ওসি ইন্সপেক্টর সুবিমল বর্মনকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় বদলি করা হয়েছে। তাঁর ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বৃষ্টিতে বেহাল ২০৮ নং জাতীয় সড়ক যান চলাচল ব্যাহত, দুর্ভোগ যাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন ।। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা ২০৮ নং জাতীয় সড়কের কমলপুরের এরারপাড়া থেকে দক্ষিণ মানিকভান্ডার বাজার পর্যন্ত অংশে মঙ্গলবার সকালে বড় ধরনের যান চলাচল বিপর্যয় দেখা দেয়। টানা বৃষ্টির ফলে রাস্তার বিভিন্ন স্থানে কাদামাটি জমে এবং অসংখ্য বড় বড় গর্ত তৈরি হওয়ায় দুটি মালবাহী ট্রাক গর্তে পড়ে আটকে যায়। এর জেরে সকাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে যান চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাস্তার বেহাল দশার কারণে প্রতিদিনই যানবাহন চলাচলে সমস্যা দেখা দিলেও মঙ্গলবারের পরিস্থিতি ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। মালবাহী দুটি গাড়ি রাস্তার মাঝখানে আটকে পড়ায় কমলপুর-আমবাসা, কমলপুর-কুমারঘাট এবং কৈলাসহর-আগরতলা সংযোগকারী প্রধান সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। রাস্তার উভয় পাশে শতাধিক ছোট-বড় যানবাহন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকে। এর ফলে অফিসগামী কর্মচারী, ব্যবসায়ী, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, রোগী ও সাধারণ যাত্রীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হন। অনেক শিক্ষার্থী সময়মতো বিদ্যালয় ও কলেজে পৌঁছাতে পারেননি। জরুরি কাজে বের হওয়া বহু মানুষকে বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করতে বাধ্য হতে হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বিভিন্ন অংশে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তর ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

অটোরিক্সা বোলেরোর সংঘর্ষে আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন ।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আনন্দনগর ফায়ার স্টেশনের সামনে মঙ্গলবার দুপুরে একটি যাত্রীবাহী অটো এবং একটি বোলেরো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে দুইজন মহিলা যাত্রী এবং একজন অটোচালক রয়েছেন। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দ্রুতগতিতে আসা একটি বোলেরো গাড়ি বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী অটোকে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় অটোর সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ভেতরে থাকা যাত্রীরা গুরুতরভাবে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিশেষভাবে সক্ষম কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন ।। ত্রিপুরার সিপাহীজলা জেলার মধুপুর থানার অন্তর্গত কোনাবন হরিহরদোলা সীমান্ত এলাকায় এক বিশেষভাবে সক্ষম কিশোরীকে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগে পঞ্চাশোর্ধ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তি স্থানীয় শাসক দলের এক মহিলা মোর্চা নেত্রীর স্বামী বলে জানা গেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকা জুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় মানুষ অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চন্দন সরকার দীর্ঘদিন ধরে প্রলোভন দেখিয়ে ওই বিশেষভাবে সক্ষম কিশোরীকে একাধিকবার ধর্ষণ করে। গত দুদিন আগেও সে ওই কিশোরীকে পুনরায় নির্যাতন করার সময় এলাকাবাসীর হাতে আপত্তিকর অবস্থায় ধরা পড়ে। অভিযোগ, ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকার কিছু তথাকথিত 'চুনোপুটি' নেতা বিষয়টি ধামাচাপা দিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। নির্যাতিতার পরিবারকে মুখ না খোলার জন্য চাপ দেওয়া হয় এবং গোপনে একটি মীমাংসা সভাও বসানো হয়। সেখানে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার বিনিময়ে মেয়েটির পরিবারকে ১০ হাজার টাকার প্রলোভন দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

নেতাদের এই গোপন তৎপরতার মাঝেই মঙ্গলবার সাতসকালে সম্পূর্ণ বিষয়টি পৌঁছায় রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের কান পর্যন্ত। ঘটনা জানতে পেরেই তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সিপাহীজলা জেলার পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মাকে কড়া নির্দেশ দেন।

উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই সোমবার দুপুরে সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মধুপুর থানার ওসি, এবং বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ বাহিনী টিএসআর জওয়ানদের সাথে নিয়ে হরিহরদোলা বাজারে অভিযানে নামেন। পুলিশ বাহিনীকে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

শ্রীনগরে স্কুলছাত্রীর নির্যাতনে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন ।। শ্রীনগর উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে এক নাবালিকাকে ক্লাসরুমে দীর্ঘ সময় আটকে রেখে নির্যাতনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে মঙ্গলবার শ্রীনগর থানায় ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে সিপিআই(এম)-এর শ্রীনগর অঞ্চল কমিটি।

দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গত ৬ জুন শ্রীনগর উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের একটি শ্রেণিকক্ষে এক নাবালিকাকে প্রায় ছয় ঘণ্টা আটকে রেখে নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মঙ্গলবার সিপিআই(এম)-এর একটি প্রতিনিধিদল শ্রীনগর থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়, অভিযুক্ত যুবকের হাতে কীভাবে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

টিএমসির অন্দরে অশান্তির আবহে সোনিয়া-রাহুলের সঙ্গে বৈঠক মমতার

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৯ জুন ।। দেশের বিরোধী রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ এক ঘটনায় মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করেন। জাতীয় রাজধানীতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠক প্রায় এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়।

সূত্রের খবর, বৈঠকে মূলত বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' ব্লকের ভবিষ্যৎ কৌশল এবং আগামী রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শরিক দলগুলির মধ্যে সমন্বয় আরও শক্তিশালী করার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বৈঠক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ সাম্প্রতিক সময়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অসন্তোষ এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ইঙ্গিত সামনে এসেছে। দলের ভিতরে নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন ও বিরোধিতার আবহে বিরোধী ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করার প্রয়াস হিসেবে এই বৈঠককে দেখা হচ্ছে।

দলীয় সূত্রের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী, যার নেতৃত্বে রয়েছেন তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার দলটির ওপর নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওই গোষ্ঠী এনডিএ-কে সমর্থন করার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছে বলে সূত্রের খবর।

আরও জানা গেছে, বুধবার লোকসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করে নিজেদের গোষ্ঠীকেই "প্রকৃত তৃণমূল কংগ্রেস" হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানাতে পারেন কাকলি দস্তিদার। বিদ্রোহী শিবিরের সঙ্গে ১৭ জন সাংসদের সমর্থন রয়েছে বলে দাবি করা হলেও, দলত্যাগ-বিরোধী আইনের আওতায় বৈধ বিভাজনের জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদের সমর্থন তাদের নেই।

তবে বৈঠক শেষে কংগ্রেস বা তৃণমূল কোনও পক্ষই আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বিবৃতি দেয়নি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকে একাই উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সোনিয়া গান্ধীর পাশাপাশি রাহুল গান্ধীও উপস্থিত ছিলেন বলে সূত্রের খবর।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিরোধী শিবিরের ভবিষ্যৎ রণকৌশল নির্ধারণ এবং সম্ভাব্য রাজনৈতিক পুনর্গঠনের প্রেক্ষাপটে এই বৈঠক আগামী দিনে জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

গ্রামোন্নয়নে ত্রিপুরার জন্য কেন্দ্রের ১,০৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন ।। গ্রামীণ কর্মসংস্থান, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জীবিকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকারের ঘোষিত নতুন 'বিকশিত ভারত-গ্রামীণ ভারত" কর্মসূচির আওতায় ত্রিপুরার জন্য ১,০৪১.০৭ কোটি টাকার অন্তর্বর্তীকালীন বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১ জুলাই ২০২৬ থেকে কর্মসূচিটি কার্যকর হওয়ার আগে এই বরাদ্দ রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থান খাতে নতুন গতি আনবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠকে এই বরাদ্দের ঘোষণা করা হয়। বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রীরা অংশগ্রহণ করেন এবং নতুন কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেন।

কেন্দ্র সরকারের দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ও সমৃদ্ধ গ্রাম গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি চালু করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে অবকাঠামো ও জনসম্পদ সৃষ্টির কাজ ত্বরান্বিত হবে।

কেন্দ্র ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন (এমজিএনআরইজিএ)-এর অধীনে ৩০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। পাশাপাশি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য অতিরিক্ত ৯৫ হাজার ৬৯২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার অন্তর্বর্তীকালীন বরাদ্দও ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির জন্য মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১.২৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি হয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এই অর্থ গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ, জল সংরক্ষণ প্রকল্প, জীবিকাভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচি, কৃষি সহায়ক অবকাঠামো এবং কমিউনিটি সম্পদ সৃষ্টির মতো বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যয় করা হবে।

কর্মকর্তাদের মতে, এই বরাদ্দের ফলে ত্রিপুরার গ্রামীণ অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে এবং রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। বিশেষ করে জল সংরক্ষণ, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সম্পদ সৃষ্টিমূলক প্রকল্পগুলিতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হবে।

নতুন কর্মসূচির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো উন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রাম পঞ্চায়েতের সক্রিয় ভূমিকা। কেন্দ্র সরকার দেশজুড়ে প্রায় ২.৮ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়েছে। গ্রামসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্প চিহ্নিত করবে। পরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেই সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করবে। এর ফলে স্থানীয় সমস্যার সমাধান যেমন হবে, তেমনি দীর্ঘস্থায়ী জনসম্পদও গড়ে উঠবে বলে মনে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

থানা থেকে পালাল ধৃত গাঁজা পাচারকারী পুলিশের বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৯ জুন ।। বিলোনিয়া রেল স্টেশনে গাঁজাসহ আটক এক যুবককে ঘুষের বিনিময়ে পালিয়ে যেতে সহযোগিতা করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনায় বিলোনিয়া থানার এসআই প্রেমজিৎ রায়, পুলিশের আইবি কর্মী নেপাল নমঃ এবং জিআরপি পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন প্রত্যক্ষদর্শী অটোচালক ও স্থানীয়রা। যদিও অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীরা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকালে বিলোনিয়া রেল স্টেশন এলাকায় সন্দেহজনক গতিবিধির কারণে টিআর০৭ত্তজিত্ত০২২৬৭ নম্বরের একটি গাড়িকে আটক করে জিআরপি পুলিশ। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি ব্যাগ থেকে কয়েক কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয় বলে দাবি করা হয়েছে। এসময় গাড়িতে থাকা তিনজন ব্যক্তি পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও একজন যুবককে গাঁজাসহ আটক করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, আটক করার প্রায় ২০ থেকে ২৫ মিনিট পর বিলোনিয়া থানার একটি গাড়িতে করে সাধারণ পোশাকে ঘটনাস্থলে পৌঁছান এসআই প্রেমজিৎ রায় এবং আইবি কর্মী নেপাল নমঃ। পরে আটক যুবক ও উদ্ধার হওয়া গাঁজা জিআরপি থানার ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয়দের থানার ওই কক্ষে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয় এবং বলা হয়, "কিছুই হয়নি"। অভিযোগ, কিছুক্ষণ পর এসআই প্রেমজিৎ ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে বৃদ্ধাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৯ জুন ।। খোয়াই জেলার চাম্পাহাওর থানাধীন আশারামবাড়ি বিধানসভা এলাকার চামুবস্তিতে এক বৃদ্ধা মহিলার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ব শত্রুতার জেরে হামলার ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃদ্ধা সত্যবতী সাধু মারা গেছেন বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনায় একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ১ জুন সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ৭টা নাগাদ চামুবস্তি এলাকার বাসিন্দা গণেশ সাধুর উপর কয়েকজন ব্যক্তি হামলা চালায় বলে অভিযোগ। আক্রান্তকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে তাঁর স্ত্রী নিয়তি সাধু, কন্যা স্মৃতি সাধু এবং মা সত্যবতী সাধুও হামলার শিকার হন বলে দাবি পরিবারের।

আহত স্মৃতি সাধুর অভিযোগ, হামলাকারীরা তাদের উপর বেধড়ক মারধর চালায়। এতে পরিবারের চার ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ১০ জুন, ২০২৬ ইং
২৬ জৈষ্ঠ্য, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

অস্পৃশ্যতা আজও নির্মূল হইল না

আধুনিক ভারত শিক্ষা দীক্ষা সহ নানা দিক দিয়া উন্নত হইলেও এখনো পর্যন্ত উচ্চ বর্ণবাদ ও নিম্ন বর্ণবাদের মধ্যে সংখ্যা বা অস্পৃশ্যতা পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। উত্তরাখণ্ডের টিহরি গাড়ওয়াল জেলায় উচ্চবর্ণের এক কিশোরীর সঙ্গে বন্ধুত্বের জেরে ১৮ বছর বয়সী কেতন লাল নামে এক দলিত যুবককে পিটাইয়া হত্যার নৃশংস ঘটনা ঘটিয়াছে। এই ঘটনায় যুবকের এক বন্ধু, দিবাকর ডিমরি, মারাত্মকভাবে আহত হইয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন। নিহত কেতন লাল টিহরির দেবাল গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। খোলগড় গ্রামের উচ্চবর্ণের এক কিশোরীর সঙ্গে তাঁহার গত ৬ মাস ধরে বন্ধুত্ব ছিল। গত রবিবার রাতে ওই কিশোরীর ফোন পাইয়া কেতন তাঁহার বন্ধু দিবাকরকে সঙ্গে নিয়া বাইকে করিয়া খোলগড় গ্রামে যান।অভিযোগ, সেখানে পৌঁছানো মাত্রই মেয়ের পরিবারের সদস্যরা দুই বন্ধুকে একটি ঘরে আটকাইয়া রাখিয়া লাঠি, রড ও বেল্ট দিয়ে সারারাত নির্মমভাবে মারধর করে। এমনকি কেতনের শরীরে লোহার পেরেক ফুটাইয়া নির্যাতন করা হইয়াছে বলিয়াও তাঁহার বাবা অভিযোগ করিয়াছেন।সোমবার সকালে মেয়ের বাবা কেতনের পরিবারকে ফোন করিয়া তাঁহাকে নিয়া যাইতে বলে। রক্তাক্ত ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় কেতনকে উদ্ধার করিয়া স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়া যাওয়া হইলে চিকিৎসকেরা তাঁসাকে মৃত ঘোষণা করেন।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এলাকায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়াছে। টিহরি গাড়ওয়ালের সিনিয়র পুলিশ সুপার শ্বেতা চৌবে জানাইযয়াছেন যে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খুন এবং এইচ সি এস টি প্রিভেনশন অফ আর্টিকেলস অ্যাক্ট -এর আওতায় মামলা রুজু করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে মেয়ের বাবা ও দাদুসহ জড়িতদের গ্রেপ্তার ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করিয়াছে পুলিশ।

ভারতে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যকার সংঘাত ও বৈষম্য দূর করিতে আইনি কঠোরতা, সামাজিক সচেতনতা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের সমন্বিত প্রয়াস প্রয়োজন। ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতা বিলোপ এবং সুরক্ষার নানা আইন থাকা সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে এই মানসিকতা পুরোপুরি দূর হয়নি। এজন্য তফসিলি জাতি ও উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন এর যথাযথ ও দ্রুত প্রয়োগ নিশ্চিত করিতে হইবে।২০২৬ সালের ইউজিসির নতুন নিয়মের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে "ইকুয়াল অপরচুনিটি সেন্টার" এবং ২৪/৭ হেল্পলাইন জোরদার করা, যাহাতে ক্যাম্পাসে জাতিগত বৈষম্যের দ্রুত বিচার ও প্রতিকার হয়।বাবাসাহেব আম্বেদকরের মতে, জাতিভেদ প্রথা ভাঙিবার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হইলো আন্তঃজাতি বিবাহ।সরকারিভাবে আন্তঃজাতি দম্পতিদের আর্থিক প্রণোদনা এবং সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করিলে এই ব্যবস্থার কঠোরতা অনেকটাই শিথিল হইবে।শিক্ষাব্যবস্থায় শুধু ডিগ্রি নয়, মানবিক মূল্যবোধ ও সাম্যের পাঠ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।পাঠ্যপুস্তকে দলিত বা অনগ্রসর শ্রেণীর ইতিহাস, সাহিত্য এবং সমাজ সংস্কারকদের (যেমন: জ্যোতিরাও ফুলে, আম্বেদকর) অবদান তুলিয়া ধরিয়া শিক্ষার্থীদের মানসিকতা পরিবর্তন করা দরকার।ভূমিহীন দলিত বা নিম্নবর্ণের মানুষদের জমির অধিকার, মানসম্মত শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা।শুধু সংরক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া, তৃণমূল স্তরে তাহাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ও নেতৃত্বে অংশ নেওয়ার সমান সুযোগ করিয়া দেওয়া।'জন্ম নয়, কর্মই মানুষের পরিচয়'এই বোধ জাগ্রত করিতে ব্যাপক সামাজিক প্রচার চালানো দরকার।ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবগুলোতে দলিত ও অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়া অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, যাহাতে কোনো রকম ভেদাভেদ না থাকে।কোনো আইন এক দিনে মানুষের মনের কুসংস্কার দূর করিতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন প্রতিটি নাগরিকের মানসিক পরিবর্তন এবং সমাজের সর্বস্তরে সমতার মানসিকতা গড়িয়া তোলা।

গন্ডাছড়ার আমে মজেছেন ক্রেতারা, অমরপুর বাজারে চাহিদা তুঙ্গে

আগরতলা, ৯ জুন: গন্ডাছড়া মহকুমার সুস্বাদু ও রসালো আম এখন ক্রেতাদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে অমরপুর বাজারে গন্ডাছড়ার আমের চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় বাজারে এই আমের সরবরাহ ও বিক্রি বাড়ার ফলে একদিকে যেমন ক্রেতারা উন্নত মানের দেশি ফল পাচ্ছেন, অন্যদিকে বহু যুবকের জীবিকায়ও তৈরি হয়েছে নতুন সম্ভাবনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জনজাতি সম্প্রদায়ের বহু যুবক গন্ডাছড়ার বিভিন্ন আমবাগান থেকে সরাসরি আম সংগ্রহ করে অমরপুরসহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করছেন। এর মাধ্যমে তারা ভালো আর্থিক লাভের মুখ দেখছেন। প্রাকৃতিক মিষ্টতা, উৎকৃষ্ট স্বাদ এবং গুণগত মানের কারণে গন্ডাছড়ার আমের প্রতি ক্রেতাদের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আম ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত যুবকদের মতে, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এই আমের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। ফলে তারা স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। পাশাপাশি স্থানীয় কৃষকরাও তাঁদের উৎপাদিত ফলের ন্যায্য মূল্য পেয়ে আর্থিকভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিমত, আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির প্রসার, সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় সরকারি সহায়তা নিশ্চিত করা গেলে গন্ডাছড়ার আম ভবিষ্যতে রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে জাতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক বাজারেও বিশেষ পরিচিতি অর্জন করতে সক্ষম হবে। তাঁদের বিশ্বাস, আগামী দিনে গন্ডাছড়া মহকুমা আম উৎপাদনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে নিজস্ব ব্র্যান্ড পরিচয় গড়ে তুলতে পারবে।

গন্ডাছড়ার আমকে ঘিরে কৃষি ও ক্ষুদ্র ব্যবসার যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে, তা নিয়ে আশাবাদী স্থানীয় মানুষ। বিশেষজ্ঞদের মতে, ফলচাষভিত্তিক এই সাফল্য শুধু কৃষকদের আর্থিক উন্নয়নই নয়, বরং গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী ও টেকসই করে তুলতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সিভিল ডিফেন্সের মহড়া অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ জুন: তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সিভিল ডিফেন্স মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। জরুরি পরিস্থিতি, বিশেষ করে সম্ভাব্য শত্রুপক্ষের বিমান হামলা বা যুদ্ধকালীন অবস্থায় জনসাধারণের করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন দপ্তরের প্রস্তুতি ও সমন্বয় যাচাইয়ের লক্ষ্যে এই মহড়ার আয়োজন করা হয়। মহড়ায় স্বাস্থ্য, পূর্ত, বিদ্যুৎ, অগ্নিনির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান, টিএসআর, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর ডগ স্কোয়াড, পুলিশ প্রশাসন, সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার, আপদা মিত্র, এনসিসি, এনএসএস, ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস এবং প্রশিক্ষিত কমিউনিটি ভলান্টিয়ারসহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। মহড়া পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন, মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের ডেপুটি কালেক্টর, সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

মহড়া শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, যেকোনো দুর্যোগ বা জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ও সমন্বিত প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য এই ধরনের মহড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে সম্ভাব্য বিমান হামলা বা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্ধার ও ত্রাণ ব্যবস্থার সক্ষমতা যাচাই এবং বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সুদৃঢ় করাই মহড়ার মূল উদ্দেশ্য।

নেহরুর ভারতের 'আবিষ্কার' থেকে মোদীর ভারতের ওপর 'আস্থা'

স্বাধীনতার পরে ১০ জুন, ২০২৬ তারিখটি ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষ উপলক্ষ। সেই তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জওহর লাল নেহরুকে ছাড়িয়ে ভারতের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে দায়িত্ব পালন করতে চলেছেন। যদিও এটি নিজেই একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। প্রধানমন্ত্রী মোদির পদকাল নেহেরুর চেয়ে দীর্ঘ হওয়া স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের জন্য যে সময়কালটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, তা এর তার মূল দিকগুলোকে প্রতিফলিত করতে সক্ষম নয়।

২৬ মে, ২০১৪ থেকে, ভারতীয় রাজনীতির গতিপথ একটি মোড় নিয়েছে, যা মহাত্মা গান্ধী, সর্দার প্যাটেল, বাবাসাহাব আম্বেদকর, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, সি. রাজগোপালাচারী, কে.এম. মুন্সি এবং আধুনিক ভারতের অন্যান্য স্থপতিরা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতাকে এর ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারের গভীর গর্ববোধের সাথে পুনর্কল্পনা করেছিলেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রী মোদী অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনার সাথে রাজাজির মডেলকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আমরা জানি, রাজাজি, নেহরুকালীন রাজনৈতিক অর্থনীতির "কমান্ড অ্যান্ড কন্টোল" মডেলের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন, যার ফলস্বরূপ "কোটা, পারমিট এবং লাইসেন্স রাজ" চালু হয়েছিল।

রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে- ১৯৪৯ সালের ২৫ নভেম্বর গণপরিষদে ড. আম্বেদকর ঐতিহাসিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্যে বলেছিলেন যে, আড়াই হাজার বছর আগের বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেই সংসদীয় গণতন্ত্রের উপাদান বিদ্যমান ছিল এবং সেই প্রতিষ্ঠানগুলো তৎকালীন প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামো থেকেই গণতান্ত্রিক রীতিনীতি গ্রহণ করেছিল। তা সত্ত্বেও আমাদের শিক্ষার্থী ও আইনবিদদের এমনটাই বিশ্বাস করানো হয়েছিল যে, আমাদের গণতন্ত্রের জন্য আমরা পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে ঋণী। অথচ প্রধানমন্ত্রী মোদী বিশ্বমঞ্চে প্রাচীন ভারতীয় গণতান্ত্রিক চেতনা ও রীতিনীতির কথা উল্লেখ করে ক্রমাগত বলে আসছেন যে, ভারতই হলো গণতন্ত্রের জননী। আর বিশ্বও এখন এই সত্যটি উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে, ভারত কেবল প্রাচীনতম গণতন্ত্রই নয়, বরং এটি বিশ্বের বৃহত্তম ও সবচেয়ে প্রাণবন্ত গণতন্ত্র।

ভারতের প্রায় ১০০ কোটি ভোটারের বিশাল সংখ্যাটি বিশ্বের কাছে এক বিস্ময়কর বিষয়। ঘটনাচক্রে, এই ভোটারের সংখ্যা ভারতের স্বাধীনতার সময়কালের মোট জনসংখ্যার প্রায় তিন গুণ। ভোটার সংখ্যার বিশালতার পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ক্রমবর্ধমান জটিলতা। ১৯৫১-৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে যেখানে মাত্র ৫৩টি রাজনৈতিক দল অংশ নিয়েছিল, সেখানে ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিয়েছে ৭৪৪টি দল। জওহরলাল নেহরুর সময়ের তুলনায় জনগণের প্রত্যাশা ও তাদের বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা এখন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা পূরণ করা এবং জনগণের সাথে আস্থার দৃঢ় বন্ধন বজায় রাখা প্রধানমন্ত্রী মোদীর একটি এক অসাধারণ সাফল্য; যেখানে জওহরলাল নেহরুকে তাঁর কার্যকালের সময়ে নিজের ভাবমূর্তি ও জনপ্রিয়তায় উল্লেখযোগ্য হ্রাসের সাক্ষী হতে হয়েছিল, সেখানে মোদীর জনপ্রিয়তার হার ধারাবাহিকভাবে উচ্চে রয়েছে। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশক এবং এমনকি ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত অনেক নেতা দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বে রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার মেয়াদ অনেক কমে গেছে। সেই বৈশ্বিক ধারার বিপরীতে প্রধানমন্ত্রী মোদী এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

যথাযথভাবেই বলা হয়ে থাকে যে, আত্ম- গৌরব বা আত্ম- মর্যাদাবোধ ছাড়া কোনো জাতিই শক্তিশালী ও সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছাতে পারে না। বহু শতাব্দী ধরে ভারত একটি মহান সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষের আধার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে ঔপনিবেশিক শাসকরা এদেশে যে হীনম্মন্যতার বীজ বপন করে গিয়েছিল, স্বাধীনতার পরেও তার দীর্ঘ ছায়া রয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতার পরেও অনেক ঔপনিবেশিক প্রথা ও রীতিনীতি কেবল বহালই রাখা হয়নি, বরং সেগুলোর মহিমান্বিতকরণও করা হয়েছে। এর ফলে এমন একটি অভিজাত সংখ্যালঘু শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল যারা টমাস ব্যাবিংটন মেকলের চিন্তাধারা ও আদর্শকেই জিইয়ে রেখেছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী দশকগুলোতে ইংরেজি ভাষাকে ক্ষমতার ভাষা হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। নেহরু-যুগ এবং তার ঠিক পরবর্তী সময়ে ভারতীয় বিষয়গুলোর প্রতি অভিজাত শ্রেণির মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি বা হীনম্মন্যতা লক্ষ্য করা যেত। যারা ভারতীয় ভাষায় কথা বলতেন, কাজ করতেন বা নিজেদের প্রকাশ করতেন, তাদের যেন এক ধরনের "নিকৃষ্ট বা হীনতর স্বজন" হিসেবে দেখা হতো। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও প্রতীকগুলোকে উপেক্ষা করে বিদেশি মাটিতে লালিত মতাদর্শ ও প্রথাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় ঐতিহ্যের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা ও বিকাশের অভাবে আত্মবিশ্বাস ও উদ্ভাবনী শক্তির ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতীয় ভাষা, ব্যবস্থা, প্রতীক

শ্রী রাম নাথ কোবিন্দ

এবং বিশ্বাস- কাঠামোকে সামনের সারিতে নিয়ে এসেছেন। ভারতীয় হওয়া এবং ভারতীয়ত্বকে প্রকাশ করার বিষয়ে জনগণের মধ্যে এখন এক দৃশ্যমান গর্ববোধ কাজ করছে। বিভিন্ন দেশ সফরের সময় প্রবাসী ভারতীয়দের অনেকের কাছ থেকেই আমি এই নতুন গর্ববোধের কথা শুনেছি। ২০৩৫ সালের মধ্যে মানসিক ঔপনিবেশিকতা-মুক্তির লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী একটি শীর্ষস্থানীয় ইংরেজি জাতীয় দৈনিকের আয়োজিত অনুষ্ঠানকে বেছে নিয়েছিলেন। ২০২৫ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সেই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন যেন তারা মেকলের উত্তরাধিকার থেকে সৃষ্ট ঔপনিবেশিক মানসিকতা ঝেড়ে ফেলার লক্ষ্যে ১০ বছর মেয়াদী একটি জাতীয় অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে এ কথাও বলেছিলেন যে, ভারত কেবল একটি উদীয়মান বাজারই নয়, বরং এটি একটি আত্মবিশ্বাসী নতুন মডেল হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করছে।

ভারতের স্বাধীনতার প্রাথমিক দশক এবং গত ১২ বছরের মধ্যে বৈসাদৃশ্য একটি বড় পরিবর্তন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। নেহরু বছরগুলি সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিমের কাছ থেকে অনুমোদন এবং সহায়তা পাওয়ার আগ্রহের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। মোদি'র বছরগুলি একটি শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে আস্থার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে যা সবচেয়ে গুরুতর বৈশ্বিক প্রতিবন্ধকতা সহ্য করতে সক্ষম। মোদি'র বছরগুলি ভারতীয় ভাষা, সাংস্কৃতিক প্রতীক, মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্যের প্রতি একটি দৃঢ় গর্ববোধ দ্বারা চিহ্নিত করা হচ্ছে। একটি অল্প বয়স্ক কিন্তু খুব জ্ঞানী ছেলে, যে আমাদের সাথে সম্পর্কিত হতে পেরেছিল, একসময়ে সে একটি বিবৃতিতে তার পূর্ববর্তীতা এবং তার প্রজন্মের চিন্তাভাবনার বিষয়ে একটি ইঙ্গিত দিয়েছিল। সে আমাকে বলেছিল যে আমি যেমন নেহরুর ভারতে বড় হয়েছি, তেমনি তিনি মোদীর ভারতে বড় হচ্ছেন। ছেলেটি আমাকেও বুঝিয়েছিল যে এরই জন্য তার প্রজন্ম ভাল আছে।

(লেখক ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি)

মধ্যপ্রাচ্যের অগ্নিগর্ভ মোহনা ইরান সংকট ও বিশ্ব শান্তির ভবিষ্যৎ

সুনীল মাইতি (সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

.. " মধ্যপ্রাচ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ মানে কেবল দুটি দেশের লড়াই নয়; এটি বৈশ্বিক জ্বালানি নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক আইনের স্থিতিশীলতার উপর এক ভয়াবহ আঘাত। বর্তমানের সংযম ই হতে পারে ভবিষ্যতের রক্ষাকবচ।"......

বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু এখন মধ্যপ্রাচ্য; যেখানে ইরান ও ইসরাইলের মধ্যকার দীর্ঘদিনের ছায়াযুদ্ধ এখন সরাসরি সংঘাতের রূপ নিয়েছে। গত কয়েক দশকের মধ্যে ইরান এখন সবচেয়ে বড় সামরিক ও কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এই সংঘাত কেবল দুটি দেশের সীমানায় সীমাবদ্ধ নেই; বরং এটি একটি বৈশ্বিক অস্থিরতার অশুভ সংকেত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ইরান ও ইসরাইলের মধ্যকার উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করে গত বছরের অক্টোবর থেকে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে হামলা এবং তার জবাবে ইরানের সরাসরি ড্রোন ও মিসাইল আক্রমন এই অস্থিরতাকে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছে। লেবাননের 'হিজবুল্লাহ' এবং ইয়েমেনের 'হুথি' বিদ্রোহীদের উপর ইসরাইলের ক্রমাগত চাপ এবং ইরানের অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের টার্গেট কিলিং তেহরানকে এক কঠিন সিদ্ধান্তের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ইরানের সামগ্রিক শক্তির মূল ভিত্তি হল তাদের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি ড্রোন এবং ব্যালিস্টিক মিশন প্রোগ্রাম (Ballistic Mission Programme) ভৌগোলিক দিক থেকে ইরান অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালী যার মাধ্যমে বিশ্বের মোট তেলের প্রায় ১৫০ মাংস সরবরাহ হয়; তা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ইরানের হাতে যদি এই সংঘাত পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের রূপ নেয়; তবে ইরান এই পথটি বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিতে পারে যা বিশ্ব অর্থনীতিতে ধস নামানোর জন্য যথেষ্ট। অন্যদিকে ইসরাইলের 'অ্যারো' এবং 'ডেভিডস স্লিঙ' এর মত অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইরানের আক্রমণ কি প্রতিহত করার চেষ্টা করছে। তবে ইরানের প্রক্সি নেটওয়ার্ক যাকে তারা অক্ষশক্তি বা (Axis of Resistance বলে) ইসরাইলকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। ইরান সংখ্যাটির সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ছে বিশ্ব বাজারে যুদ্ধের খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি একশো ডলার সমান উপক্রম হয়েছে। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো যারা আমদানিকৃত জ্বালানির উপর নির্ভরশীল; তাদের জন্য এই যুদ্ধ এক ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির কারণ হতে পারে। লোহিত সাগরের হুথী বিদ্রোহীদের আক্রমণের ফলে জাহাজ চলাচল বাধাগ্রস্ত হওয়ায়; বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইন ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত। মধ্যপ্রাচ্য ভারতের জন্য কেবল একটি ভৌগোলিক অঞ্চল নয়; এটি ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা এবং কয়েক মিলিয়ন নাগরিকের জীবিকার আধার। ইরান ও ইসরাইলের মধ্যকার বর্তমান সংঘাত ভারতকে এক কঠিন অগ্নি পরীক্ষার মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল আমদানিকারক দেশ। মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারে সরাসরি প্রভাব ফেলে.. মুদ্রাস্ফীতি: তেলের দাম প্রতি ব্যারেলে এক (১) ডলার বাড়লে ভারতের আমদানি বিল শত শত কোটি টাকা বেড়ে যায়। এর ফলে পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পায়; যা সরাসরি খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। সরবরাহ বিঘ্ন: যদি ইরান 'হরমুজ প্রণালী' বন্ধ করে দেয়; তবে ভারতের তেল ও এল এন জি সরবরাহ চরম সংকটে পড়বে। মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় ৯০ লাখের বেশি ভারতীয় কর্মরত রয়েছেন। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে এই বিশাল সংখ্যক মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে। ১৯৯০ সালের কুয়েত সংকটের মতো বড় ধরনের উদ্ধার অভিযানের (Lifting) প্রয়োজন হতে পারে; যা ভারতের জন্য বিশাল লজিস্টিক চ্যালেঞ্জ। ভারতের মোট রেমিটেন্সের প্রায় ৩০থেকে ৪০ শতাংশ আসি মধ্যপ্রাচ্য থেকে। এই প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হলে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রির্জাভে বড় ধরনের টান পড়বে। ভারত দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক করিডরের সাথে যুক্ত যা এই যুদ্ধের কারণে থমকে যেতে পারে। IMEC—(India Middle East Europe Economic Corridor) জি-২০ সম্মেলনে ঘোষিত এই প্রকল্পটি ইসরাইলের হাইফা বন্দর হয়ে যাওয়ার কথা। যুদ্ধ চললে এই উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।INSTC (International North south Transport Corridor)—এটি ইরানের চাবাহার বন্দরের মাধ্যমে রাশিয়া ও ইউরোপের সাথে ভারতকে যুক্ত করে। ইরানের উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা বা সরাসরি যুদ্ধ এই রুটটিকে অকেজো করে দিতে পারে। ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল ভারসাম্য রক্ষা করা। ভারত ও ইসরাইলের মধ্যে গভীর প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। ইসরাইল ভারতের অন্যতম প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী। অন্যদিকে ভারতের জন্য ইরান কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষ করে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানকে এড়িয়ে মধ্য এশিয়ায় প্রবেশের জন্য। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর সাথে ভারতের বর্তমান সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে সেরা অবস্থানে আছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এই তিন পক্ষের সাথেই সমন্বয় করে চলতে হচ্ছে।

আঞ্চলিক ও অস্থিতিশীলতা দক্ষিণ এশিয়ায় উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোকে সক্রিয় করে তুলতে পারে; যা ভারতের আভ্যন্তরী নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগের কারণ। এছাড়া সামুদ্রিক বাণিজ্য পথে (যেমন লোহিত সাগর) ড্রোন হামলা ভারতের এক্সপোর্ট -ইমপোর্ট সেক্টরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এই যুদ্ধে বিশ্ব স্পষ্টতই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে পশ্চিমা ব্লক: যুক্তরাষ্ট্র; বৃটেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন সরাসরি ইসরাইলের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অন্যদিকে পূর্বাঞ্চলীয় মেরু: চীন ও রাশিয়া ইরানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখছে। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে ইরানি ড্রোন ব্যবহার করছে; ফলে ইরানের প্রতি মস্কোর সমর্থন ওএখন আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রকাশ্য। ইরানি ব্যবহার করছে। অন্যদিকে; চীন মধ্যপ্রাচ্যে তার অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় স্থিতিশীলতা চায়;তবে তারা মার্কিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে ইরানের অবস্থানকে সমর্থন করে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এই উত্তেজনার পেছনে সবচেয়ে বড় অনুঘটক। ইসরাইল বারবার সতর্ক করেছে যে তারা ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে দেবে না। যদি ইসরাইল ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা গুলিতে সরাসরি হামলা চালায়; তবে তা আর কেবল আঞ্চলিক সংঘাত থাকবে না; বরং তা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ হিসেবে কাজ করতে পারে। ইরানকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যের এই দহন আসলে বিশ্ব নেতৃত্বের এক চরম পরীক্ষা। শক্তি প্রদর্শন কিংবা প্রতিশোধের রাজনীতি কখনোই টেকসই সমাধান আনতে পারেনা। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়; বিশেষ করে জাতিসংঘকে এখানে কেবল 'নিন্দা' জানানোর গণ্ডি পেরিয়ে কার্যকর মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে হবে। তেহরান এবং তেল আবিভ—উভয়পক্ষকে বুঝতে হবে যে; একটি ভুল পদক্ষেপ পুরো সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে। শান্তি কেবল আলোচনার টেবিলে সম্ভব; রণক্ষেত্রে নয়।

তমলুক ;পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার- ৬২৯ ৫৫৩৩১০৭

শিরডির সাই বাবার জীবনী

শুভময় দাস

ভারতের সাধুদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যে শিরডির সাই বাবার একটি অনন্য স্থান রয়েছে। তাঁর উৎস ও জীবন সম্পর্কে অনেক কিছুই অজানা, কিন্তু হিন্দু ও মুসলিম উভয় ভক্তই তাঁকে আত্মোপলব্ধি ও পূর্ণতার মূর্ত প্রতীক হিসেবে শ্রদ্ধা করেন। যদিও ব্যক্তিগত জীবনে সাই বাবা মুসলিমদের প্রার্থনা ও রীতিনীতি পালন করতেন, তিনি যেকোনো ধর্মের কঠোর গোঁড়া অনুশীলনের প্রতি প্রকাশ্যেই বিরূপ ছিলেন। এর পরিবর্তে, তিনি প্রেম ও ন্যায়ের বার্তার মাধ্যমে মানবজাতির জাগরণে বিশ্বাসী ছিলেন, তা যেখান থেকেই আসুক না কেন।

শৈশবের জীবন

সাই বাবার প্রারম্ভিক জীবন আজও রহস্যে আবৃত, কারণ তাঁর জন্ম ও পিতামাতা সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য নথি নেই। বিশ্বাস করা হয় যে, বাবা ১৮৩৮ থেকে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মধ্য ভারতের মারাঠওয়াড়ার পাথরি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিছু ভক্ত ১৮৩৫ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বরকে তাঁর আনুষ্ঠানিক জন্ম তারিখ হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁর পরিবার বা শৈশবকাল সম্পর্কে কার্যত কিছুই জানা যায় না, কারণ সাই বাবা নিজের সম্পর্কে খুব কমই কথা বলতেন।

প্রায় ১৬ বছর বয়সে সাই বাবা শিরডিতে আসেন, যেখানে তিনি শৃঙ্খলা, তপস্যা ও কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনের জীবনযাপন করতেন। শিরডিতে বাবা গ্রামের উপকণ্ঠে বাবুল জঙ্গলে থাকতেন এবং একটি নিম গাছের নিচে দীর্ঘক্ষণ ধ্যান করতেন। গ্রামের কিছু লোক তাঁকে পাগল মনে করত, কিন্তু অন্যরা এই সাধুপুরুষকে শ্রদ্ধা করত এবং বেঁচে থাকার জন্য তাঁকে খাবার দিত। ইতিহাস থেকে জানা যায়, তিনি এক বছরের জন্য পাথরি ছেড়ে গিয়েছিলেন, তারপর ফিরে আসেন এবং পুনরায় তাঁর পরিভ্রমণ ও ধ্যানের জীবন শুরু করেন। কাঁটাঝোপে দীর্ঘকাল ঘুরে বেড়ানোর পর, বাবা একটি জরাজীর্ণ মসজিদে আশ্রয় নিলেন, যেটিকে তিনি "দ্বারকর্মাই" (কৃষ্ণের বাসস্থান দ্বারকার নামে) বলে উল্লেখ করতেন। এই মসজিদটিই তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত সাই বাবার বাসস্থান ছিল। এখানে তিনি হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মের তীর্থযাত্রীদের গ্রহণ করতেন। সাই বাবা প্রতিদিন সকালে ভিক্ষা করতে বের হতেন এবং যা পেতেন তা তাঁর সাহায্যপ্রার্থী ভক্তদের সাথে ভাগ করে নিতেন। সাই বাবার বাসস্থান দ্বারকর্মাই ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

সাই বাবার আধ্যাত্মিকতা

সাই বাবা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ও মুসলিম ধর্মগ্রন্থ উভয় বিষয়েই স্বচ্ছন্দ ছিলেন। তিনি কবিরের গান গাইতেন এবং "ফকিরদের" সঙ্গে নাচতেন। বাবা ছিলেন সাধারণ মানুষের প্রভু, এবং তাঁর সরল জীবনের মাধ্যমে তিনি সকল মানুষের আধ্যাত্মিক রূপান্তর ও মুক্তির জন্য কাজ করে গেছেন। সাই বাবার আধ্যাত্মিক শক্তি, সরলতা এবং করুণা তাঁর চারপাশের গ্রামবাসীদের মনে শ্রদ্ধার এক আবহ তৈরি করেছিল। তিনি সহজ-সরল জীবনযাপনের মাধ্যমেই ধর্মের বাণী প্রচার করতেন: 'জ্ঞানী ব্যক্তিরাও বিভ্রান্ত হন। তাহলে আমরা? শোনো এবং চুপ থাকো।' প্রথম দিকে যখন তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করে, বাবা মানুষকে তাঁর পূজা করতে নিরুৎসাহিত করতেন, কিন্তু ধীরে ধীরে বাবার দিব্য শক্তি দূর-দূরান্তের সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। ১৯০৯ সালে সাই বাবার সম্মিলিত পূজা শুরু হয় এবং ১৯১০ সালের মধ্যে ভক্তের সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে যায়। ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে সাই বাবার "শেজ আরতি" (রাত্রিকালীন পূজা) শুরু হয় এবং পরের বছর দীক্ষিতওয়াড়া মন্দিরের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। সাই বাবার শেষ কথা বলা হয়ে থাকে, ১৯১৮ সালের ১৫ই অক্টোবর সাই বাবা "মহাসমাধি" অর্থাৎ তাঁর নশ্বর দেহ থেকে সচেতন বিদায় লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলেছিলেন, 'মনে করো না আমি মরে গেছি। তোমরা আমার সমাধি থেকে আমার কথা শুনতে পাবে এবং আমি তোমাদের পথ দেখাব।' লক্ষ লক্ষ ভক্ত যাঁরা তাঁদের বাড়িতে তাঁর প্রতিমা রাখেন এবং প্রতি বছর হাজার হাজার ভক্ত যাঁরা শিরডিতে ভিড় করেন, তা শিরডির সাই বাবার মহত্ত্ব ও অবিচ্ছিন্ন জনপ্রিয়তার এক জীবন্ত প্রমাণ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ছিনাইহানি মহাশ্মশান ঘাটের সৌন্দর্য্যায়নের কাজ সম্পন্ন হওয়ায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে মেয়র।

ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্পর্ক আরও জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে অসম: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ৯ জুন (আইএএনএস): বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং কৌশলগত অবস্থানের কারণে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মধ্যে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে অসম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে তিনি জানান, ভারতস্থিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত হার্ভে ডেলফিন-এর নেতৃত্বে আসা ইইউ প্রতিনিধিদলকে গুয়াহাটিতে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "রাষ্ট্রদূত হার্ভে ডেলফিনের নেতৃত্বে গুয়াহাটিতে আগত ইইউ প্রতিনিধিদলকে আন্তরিক স্বাগত জানিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে ভারত-ইইউ সম্পর্ক আরও মজবুত করতে অসম কী কী সুবিধা দিতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।"

অসম সরকার বর্তমানে তাদের 'অ্যাডভান্টেজ অসম' উদ্যোগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে জোর দিচ্ছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সংযোগকারী রাজ্য হিসেবে অসমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।রাজ্য সরকারের দাবি, উন্নত সড়ক, রেল ও বিমান যোগাযোগ, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য এবং দ্রুত বিকাশমান শিল্প পরিকাঠামো বিনিয়োগকারীদের কাছে অসমকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

গত বছর গুয়াহাটিতে আয়োজিত অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০ বিনিয়োগ ও পরিকাঠামো শীর্ষ সম্মেলন-এ দেশ-বিদেশের বিনিয়োগকারী, নীতিনির্ধারক এবং শিল্পপতিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। ওই সম্মেলনে নবায়নযোগ্য শক্তি, হাইড্রোকার্বন, লজিস্টিকস, পর্যটন, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়।

এছাড়া বাংলাদেশ ও ভুটান-সহ প্রতিবেশী দেশগুলির নিকটবর্তী অবস্থান এবং বহুমুখী যোগাযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথে প্রবেশাধিকার অসমের গুরুত্ব আরও বাড়িয়েছে। এটি ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির ক্ষেত্রেও রাজ্যটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।ব্যবসা সহজতর করতে ডিজিটাল পরিষেবা সম্প্রসারণ, নীতিগত সংস্কার এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের মতো একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। তাদের দাবি, এর ফলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে অসম আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।

অসম সরকার ও ইইউ প্রতিনিধিদলের এই বৈঠকে বাণিজ্য, টেকসই উন্নয়ন, সবুজ প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্রগুলি নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভারতের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদার। অসম সরকার আশা করছে, রাজ্যের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করা সম্ভব হবে।

মারিভেক্সে অগ্নিকাণ্ডের আগে মার্কিন নৌবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল, জানাল বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৯ জুন (আইএএনএস): ওমান উপকূলের কাছে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পালাউ-পতাকাবাহী জাহাজ এমটি মারিভেক্স-এর সঙ্গে দুর্ঘটনার আগে মার্কিন নৌবাহিনীর যোগাযোগ হয়েছিল বলে মঙ্গলবার জানাল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। তবে জাহাজে থাকা ২৪ জন ভারতীয় নাবিককেই নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে সরকার।

সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ''এমটি মারিভেক্স ওমান উপকূলের কাছে অচল হয়ে পড়েছিল। আমরা জেনেছি এটি পালাউ-পতাকাবাহী একটি জাহাজ। দুর্ঘটনার আগে জাহাজটির সঙ্গে মার্কিন নৌবাহিনীর কিছু যোগাযোগ হয়েছিল বলেও জানা গেছে। জাহাজে ২৪ জন ভারতীয় নাগরিক ছিলেন এবং তাঁদের সকলকেই নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে।''

তিনি জানান, উদ্ধার ও সরিয়ে আনার কাজে ভারতের দূতাবাস ওমানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরপর ওমান প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নেয়। পাশাপাশি ভারতের নৌপরিবহন মন্ত্রক, মেরিটাইম রেসকিউ কো-অর্ডিনেশন সেন্টার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গেও সমন্বয় রাখা হয়।

জয়সওয়াল বলেন, ''নাবিকদের উদ্ধার এবং তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ওমান সরকার যে দ্রুত ও কার্যকর সহায়তা করেছে, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের দূতাবাস এখনও উদ্ধার হওয়া নাবিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।''

সোমবার মাসকাটে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসও এক্স-এ জানায়, হরমুজ প্রণালীর দক্ষিণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এমটি মারিভেক্সে থাকা ২৪ জন ভারতীয় নাবিককে সফলভাবে উদ্ধার করা হয়েছে। দ্রুত পদক্ষেপের জন্য ওমানের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদও জানানো হয়।

এদিকে, বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রকের এক আন্তঃমন্ত্রকীয় ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, সোমবার দুপুর প্রায় ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ জাহাজটিতে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়।

মন্ত্রকের এক মুখপাত্র বলেন, ''এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, সব ভারতীয় নাবিক নিরাপদে রয়েছেন।''

শিপিং ডিভিশনের ডিরেক্টর অপেশ কুমার শর্মা জানান, জাহাজটি কোনও ক্ষেপণাস্ত্র বা প্রজেক্টাইলের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কি না, তা এখনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি বলেন, ''আমরা জাহাজের মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা করছি। একই সঙ্গে বিদেশ মন্ত্রক ও ওমানে আমাদের মিশনের সঙ্গেও সমন্বয় চলছে।''

পাকিস্তানের 'ঘৃণার কারখানা' ভারতবিরোধী মনোভাব উসকে দিয়ে ডিপ স্টেটকে টিকিয়ে রাখছে: রাষ্ট্রসংঘে ভারতের অভিযোগ

রাষ্ট্রসংঘ, ৯ জুন (আইএএনএস): পাকিস্তান একটি 'সংগঠিত ঘৃণার কারখানা' চালাচ্ছে, যা ধর্মীয় পরিভাষার অপব্যবহার করে নাগরিকদের মধ্যে ভারতের বিরুদ্ধে স্থায়ী বিদ্বেষ সৃষ্টি করছে এবং এর মাধ্যমে দেশের তথাকথিত 'ডিপ স্টেট' নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভাব বজায় রাখছে বলে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ তুলেছে ভারত।

সোমবার নিরাপত্তা পরিষদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পি. হরিশ বলেন, ''নিজেদের ব্যর্থতার জন্য প্রতিবেশীদের দায়ী করা পাকিস্তানের পুরনো অভ্যাস। বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার এই চেষ্টা সফল হবে না।''

তিনি অভিযোগ করেন, পাকিস্তান নিজেদের দেশের অভ্যন্তরে সক্রিয় কিছু গোষ্ঠীকে 'ফিতনা আল-হিন্দুস্তান' নামে অভিহিত করার জন্য সরকারি সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে, যা আসলে ধর্মীয় পরিভাষার আড়ালে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় চালানো বিভ্রান্তিকর প্রচার।

'ফিতনা' একটি আরবি ধর্মীয় শব্দ, যার অর্থ প্রসঙ্গভেদে 'বিদ্রোহ', 'অশান্তি' বা 'বিভ্রান্তি' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।

হরিশ বলেন, ''এটি পাকিস্তানের ডিপ স্টেট পরিচালিত একটি সংগঠিত ঘৃণা-কারখানার ফল। এর উদ্দেশ্য হল দেশের নাগরিকদের মধ্যে ভারতের বিরুদ্ধে স্থায়ী শত্রুতা বজায় রাখা, যাতে তারা ক্ষমতায় থাকতে পারে, জাতীয় সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারে এবং দেশের প্রকৃত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে পারে।''

ভারতের প্রতিনিধি 'ডিপ স্টেট' বলতে মূলত পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রভাবকেই ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর দাবি, গত বছরের সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী দেশের রাজনৈতিক কাঠামোর উপর আরও শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

হরিশ বলেন, ''২৭তম সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর কার্যত ক্ষমতা দখল তার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ।''

তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, গত নভেম্বর মাসে গৃহীত ওই সংশোধনের ফলে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের ক্ষমতা আরও সুদৃঢ় হয়েছে এবং সরকারের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আফগানিস্তান পরিস্থিতি নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনায় অংশ নিয়ে হরিশ সীমান্ত-পার সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমন্বিত উদ্যোগের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, ''আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব যে আইএসআইএল (ইসলামিক স্টেট), আল-কায়েদা এবং তাদের সহযোগী সংগঠনগুলি, যার মধ্যে লস্কর-ই-তইবা (এলইটি), জইশ-ই-মহম্মদ এবং এলইটির সহযোগী সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট রয়েছে, তারা আর সীমান্ত-পার সন্ত্রাসবাদে লিপ্ত হতে না পারে।''হরিশের দাবি, এলইটির সহযোগী সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট গত বছরের এপ্রিল মাসে জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের একটি পর্যটনকেন্দ্রে হামলার দায় স্বীকার করেছিল। ওই হামলায় ২৪ জন হিন্দু পর্যটক এবং একজন খ্রিস্টান নিহত হন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে সিআইডির তল্লাশি, কালীঘাটের তৃণমূল কার্যালয়েও অভিযান

কলকাতা, ৯ জুন (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) মঙ্গলবার একযোগে কলকাতার কালীঘাট ও ক্যামাক স্ট্রিটে তল্লাশি অভিযান চালায়। কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-র বাসভবনের লাগোয়া তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের পাশাপাশি, দলীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী-র ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসেও অভিযান শুরু করে তদন্তকারীরা।

কালীঘাটের দলীয় কার্যালয়ে পৌঁছে প্রথমে বাধার মুখে পড়েন সিআইডি আধিকারিকরা। প্রাক্তন তৃণমূল রাজ্যসভার সাংসদ সুভাশীষ চক্রবর্তী, যিনি নিজেকে সাময়িকভাবে ওই কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বলে দাবি করেন, তদন্তকারীদের প্রবেশে আপত্তি জানান।

পরে কলকাতা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (সিএপিএফ) বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছালে সিআইডি আধিকারিকরা কার্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং তল্লাশি শুরু করেন।

একই সময়ে ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসেও সিআইডি দল পৌঁছলে সেখানে কর্মীদের তরফে প্রাথমিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। পরে স্থানীয় শেক্সপিয়ার সরণি পুলিশ স্টেশন-এর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে সিআইডি আধিকারিকরা অফিসে প্রবেশ করে তল্লাশি শুরু করেন।

খবর লেখা পর্যন্ত কালীঘাটের তৃণমূল কার্যালয় এবং ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস দুই জায়গাতেই সমান্তরালভাবে তল্লাশি ও অনুসন্ধান অভিযান চলছিল।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী শিবিরের জন্য সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ পদ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবে কয়েকজন তৃণমূল বিধায়কের স্বাক্ষর নিয়ে অসঙ্গতির অভিযোগের তদন্তে মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে দক্ষিণ কলকাতার ভবানী ভবনে সিআইডি দফতরে হাজির হওয়ার কথা ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

এই মামলায় তাঁকে সিআইডির তরফে এটি ছিল টানা তৃতীয় নোটিস।

সূত্রের খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে নয়াদিল্লিতে রয়েছেন। সোমবার তাঁরা বিরোধী জোট ভারত-র গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকেও অংশ নেন।

আওয়ামী লীগের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমর্থন চাইলেন দলের নেতারা

ঢাকা, ৯ জুন (আইএএনএস): বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে ধরপাকড় ও মামলার সংখ্যা বাড়তে থাকায় দলের প্রাক্তন সাংসদ ও নেতাদের একটি প্রতিনিধি দল ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য (এমইপি) বিলি কেলেহারের সঙ্গে বৈঠক করে আওয়ামী লীগের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চেয়েছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে।

সোমবার আয়ারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে 'ন্যায্য রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা' এবং 'মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নের' আহ্বান জানায়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ও আয়ারল্যান্ডের প্রাক্তন মন্ত্রী বিলি কেলহের, আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সাংসদ মোঃ হাবিবে মিল্লাত, আয়ারল্যান্ড ছাত্রলীগের সভাপতি নোমান চৌধুরী, আয়ারল্যান্ড আওয়ামী লীগের নেতা রফিক খান এবং ফিয়ানা ফেইলের ছাত্র সংগঠনের সভাপতি রাদিন খান। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম-এর প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিনিধি দল ইউরোপীয় পার্লামেন্টের কাছে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, সাংসদ এবং কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' মামলাগুলিতে জামিন নিশ্চিত করা এবং দলের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে সমর্থন চায়।

বৈঠকে হাবিবে মিল্লাত বাংলাদেশের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, পুলিশ সদস্যদের হত্যার ঘটনা, গণপিটুনি ও সহিংসতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, জঙ্গিবাদের উত্থান এবং দায়মুক্তির সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

প্রতিনিধি দলের উত্থাপিত বিষয়গুলির প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করে বিলি কেলেহার জানান, তিনি বিষয়গুলি ইউরোপীয় পার্লামেন্টে উত্থাপন করতে আগ্রহী এবং আনুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের উপর কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টির বিষয়টিও বিবেচনা করবেন।

এদিকে ফ্রান্সভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন জাস্টিস মেকার্স বাংলাদেশ ইন ফ্রান্স (জেএমবিএফ) জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সারা দেশে আওয়ামী লীগের ৩০০-রও বেশি নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে হওয়া 'গণগ্রেফতার, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা, বিচারিক হয়রানি' এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অপব্যবহারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

সংগঠনটির দাবি, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, মিছিল এবং রাজনৈতিক মতপ্রকাশের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করায় ওই ব্যক্তিদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।

জেএমবিএফ এক বিবৃতিতে জানায়, এই পদক্ষেপগুলি গণতন্ত্র, আইনের শাসন এবং মৌলিক মানবাধিকারের উপর গুরুতর আঘাত। তাদের মতে, এগুলি বিচ্ছিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পদক্ষেপ নয়, বরং রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন, ভিন্নমতকে ভয় দেখানো এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত করার একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টার অংশ।

সংগঠনটি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ১ জুন থেকে ৭ জুনের মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত অভিযানে আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠনগুলির অন্তত ৩৩৩ জন নেতা, কর্মী ও সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনসহ বিভিন্ন কঠোর আইনে মামলা দায়ের করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছে সংগঠনটি।

জেএমবিএফ রাষ্ট্রসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এবং বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনের প্রতি বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক দমন-পীড়ন, গণগ্রেফতার, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিচারিক প্রক্রিয়া এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধের বিষয়গুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের আহ্বান জানিয়েছে। পাশাপাশি মানবাধিকার সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণেরও আবেদন করেছে।

পিওকে-তে পুলিশি বর্বরতার অভিযোগ তুলে পাকিস্তানকে তোপ ভারতের, 'ব্যর্থতা ঢাকতেই ভুয়ো প্রচার'

নয়াদিল্লি, ৯ জুন (আইএএনএস): পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) বিক্ষোভকারীদের ওপর দমন-পীড়নের ঘটনায় পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করল ভারত। মঙ্গলবার বিদেশ মন্ত্রক অভিযোগ করে, নিজেদের ব্যর্থতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা আড়াল করতেই পাকিস্তান ধারাবাহিকভাবে ভুয়ো খবর ও বিভ্রান্তিকর ভিডিও ছড়াচ্ছে।সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "এই প্রেক্ষাপটে আমরা পাকিস্তানের তরফে ভুয়ো খবর ও ভিডিও ছড়ানোর একটি ধারাবাহিক প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি। এটি নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা থেকে নজর ঘোরানোর মরিয়া চেষ্টা।"তিনি আরও বলেন, "পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে পুলিশি বর্বরতার খবর পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে কয়েকজন নিহত হয়েছেন এবং আরও অনেকে আহত হয়েছেন। আমরা আশা করি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পাকিস্তানের এই অপকর্ম ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য তাকে জবাবদিহির আওতায় আনবে।"স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, পিওকের রাওয়ালকোট শহরে যৌথ আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি)-র সদস্যদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংঘর্ষে অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে আটজন বিক্ষোভকারী এবং চারজন নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন। এছাড়াও বেশ কয়েকজন নিরাপত্তাকর্মী আহত হয়েছেন।পাকিস্তানের সংবাদপত্র দ্য নিউজ ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঘটনার পর গোটা পিওকে জুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং পরিস্থিতির ওপর প্রশাসন নিবিড় নজর রাখছে।৯ জুনের নির্ধারিত আন্দোলনের আগে পিওকে সরকার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আওতায় জেএএসি-কে নিষিদ্ধ সংগঠন ঘোষণা করে। এর পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।প্রতিবেদন অনুযায়ী, জেএএসি-সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকেই রাওয়ালকোট বিক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।ইউরোপীয় টাইমস-এর প্রতিবেদনে স্থানীয় আন্দোলনকারী ও সংগঠনের সদস্যদের উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, জেএএসি-কে নিষিদ্ধ ঘোষণার পাশাপাশি প্রশাসন আন্দোলন ঠেকাতে একাধিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ৫ জুন রাত থেকে গোটা পিওকে-তে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে।প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, চলমান বিক্ষোভ ঘিরে সংঘর্ষে জেএএসি-এর দুই সদস্য শাহজাইব হাবিব ও আমজিদ কাশ্মীরির মৃত্যু জনরোষ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দমনে নিরাপত্তা বাহিনী অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছে।এদিকে, আন্দোলন শুধু রাওয়ালাকোটেই সীমাবদ্ধ নেই। মুজাফফরাবাদ, মিরপুর, টাটা পানি এবং প্লান্ডারি-সহ বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ, ধর্মঘট এবং পথ অবরোধের খবর মিলেছে।

পশ্চিমবঙ্গে ঋণপ্রাপ্তি বাড়াতে উদ্যোগ কেন্দ্রের, শিল্প ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে জোর

নয়াদিল্লি, ৯ জুন (আইএএনএস): শিল্পোন্নয়ন, উদ্যোক্তা তৈরির সুযোগ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গকে আরও এগিয়ে নিতে রাজ্যে ঋণপ্রাপ্তির সুযোগ সম্প্রসারণে নতুন উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। এ লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, শিল্প সংগঠন এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) সংস্থাগুলিকে নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হবে।কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মঙ্গলবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকের পর এই বিষয়ে আলোচনা করেন বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে।বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'বিকশিত ভারত' ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিল্পবঙ্গের উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করার বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণপ্রাপ্তির পরিস্থিতি এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নও বৈঠকের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল।সীতারামন জানান, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা, অটল পেনশন যোজনা এবং পিএম স্বনিধি প্রকল্পের মতো কেন্দ্রীয় জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির আওতায় রাজ্যের প্রত্যেক যোগ্য উপভোক্তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে নতুন করে বিশেষ অভিযান চালানো হবে।তিনি আরও বলেন, গ্রামীণ এলাকায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি জোরদার করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা হবে।অর্থমন্ত্রী রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য 'স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্স টু স্টেটস ফর ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট' (এসএএসসিআই) প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের যোগ্য প্রস্তাবগুলির দ্রুত নিষ্পত্তিতে কেন্দ্রের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।একইসঙ্গে তিনি এসএএসসিআই প্রকল্পের সংস্কার-সংযুক্ত অংশের অধীনে চিহ্নিত সংস্কারমূলক পদক্ষেপগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকারকে আহ্বান জানান।এদিকে, পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বাধারঘাটে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে বাধারঘাটের বিধায়িকা। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

আবহাওয়া পরিবর্তনের সময়ে নিজেকে সুস্থ্য রাখবেন কীভাবে ?

মরশুম বদলের সবচেয়ে সাধারণ সমস্যা হল ভাইরাসজনিত জ্বর, সর্দি-কাশি। আসলে শীতের মতো এই সময়েও বাতাসে ধুলোবালির দাপট থাকে বেশি। দিনে গরম, রাতে হালকা ঠান্ডা-দু'রকম আবহাওয়ায় বাড়ে অ্যালার্জির সমস্যা। তাপমাত্রা হেরফেরের জন্য নাক-মুখ থেকে ফুসফুস পর্যন্ত ইমিউনিটিতে প্রভাব পড়ে। গলাব্যথা, হাঁচি, কাশি, সর্দি, জ্বর হতে দেখা যায়। ২০২৬ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে জেনে নিন বদলাতে থাকা আবহাওয়ায় কীভাবে সুস্থ্য রাখবেন আপনার শরীর। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সম্মেলন ডাকার সিদ্ধান্ত নেয় জাতিসংঘ অর্থনীতি ও সমাজ পরিষদ। সেই বছরের জুন ও জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সম্মেলন। সেই সঙ্গে গৃহীত হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাংগঠনিক আইন। এরপর ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয় সেই আইন। একই সঙ্গে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে নির্ধারিত হয় দিনটি। এরপর থেকে প্রতি বছর ৭ই এপ্রিল বিশ্ব জুড়ে পালিত হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। প্রতিবছর বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস মনে করিয়ে দেয়, একটি সুস্থ সমাজ গঠনে আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব কতটুকু। ২০২৬ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে জেনে নিন বদলাতে থাকা আবহাওয়ায় কীভাবে সুস্থ্য রাখবেন আপনার শরীর। বিদায় নিয়েছে শীত, শুরু হয়েছে গরমের দাপট। তবে বিগত কিছুদিন ধরে বিকেল হতেই হচ্ছে কালবৈশাখী ঝড়-বৃষ্টি। যার ফলে তাপমাত্রার হেরফের হচ্ছে। আর এই সময়েই সামান্য অসাবধানতায় মাথাচাড়া দিতে পারে সর্দি-কাশি থেকে পেটের গোলমাল কিংবা জটিল রোগ। শীতের শেষ এবং গরমের শুরুর সময়ে খুব সহজেই ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বংশবৃদ্ধির আদর্শ সময় হয়ে ওঠে। শুষ্ক ও ঠান্ডা বাতাস নাকের ভেতরের মিউকাস মেমব্রেন শুকিয়ে দেয়। ফলে জীবাণু খুব সহজেই শরীরে প্রবেশ করতে পারে। তাই শরীরের প্রতি বাড়তি নজর দেওয়া প্রয়োজন। মরশুম বদলের সবচেয়ে সাধারণ সমস্যা হল ভাইরাসজনিত জ্বর, সর্দি-কাশি। আসলে শীতের মতো এই সময়েও বাতাসে ধুলোবালির দাপট থাকে বেশি। দিনে গরম, রাতে হালকা ঠান্ডা-দু'রকম আবহাওয়ায় বাড়ে অ্যালার্জির সমস্যা। তাপমাত্রা হেরফেরের জন্য নাক- মুখ থেকে ফুসফুস পর্যন্ত ইমিউনিটিতে প্রভাব পড়ে। গলাব্যথা, হাঁচি, কাশি, সর্দি, জ্বর হতে দেখা যায়। প্রধানত যে সব ভাইরাস এই সময়ে থাকে তা হল রেসপিরেটরি সিনসিশিয়াল ভাইরাস, অ্যাডেনোভাইরাস, করোনা ভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে স্ট্যাফাইলোকক্কাস, স্ট্রেপটোকক্কাস ইত্যাদি। এছাড়াও এই সময়ে পেটের সমস্যাও হতে পারে। যারা নিয়মিত শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভোগেন, অ্যাজমা, সিওপিডি রয়েছে, তাদের এই সময়ে বাড়তি সাবধানতা প্রয়োজন। এই সময়ে শিশু আর বয়স্কদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। শীতের পর গরমের এই বদলটা তাদের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। নতুন ইনফেকশন হলে বার বার সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

কী করবেন? হঠাৎ করে গরম লাগলে ঠান্ডা জল খাওয়া চলবে না। গরম থেকে এসিতে বার বার যাতায়াত করা, সামান্য গরমে ফ্যান চালানো উচিত নয়। হাঁচি, কাশির সমস্যা থেকে বাঁচতে মাস্ক ব্যবহার করুন। বিশেষ করে বয়স্করা কিংবা যারা কোমর্বিডিটিতে ভুগছেন তাদের সাবধান হওয়া প্রয়োজন। বাইরে থেকে এসে এবং খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে ভাল করে হাত ধোওয়া অভ্যাস করুন। স্কুলে বাচ্চাদের একজনের থেকে অন্যজনের সংক্রমণ ছড়াতে পারে। তাই সন্তানের জ্বর,সর্দি, কাশি থাকলে স্কুলে না পাঠানোই ভাল।

শিশু থেকে বয়স্ক, সব বয়সেই পর্যাপ্ত জল খাওয়া প্রয়োজন।

সবজি, ফল কিংবা অন্যান্য খাবার টাটকা খেতে হবে। রান্না করা বাসি খাবার না খাওয়াই শ্রেয়। কোনও কোমর্বিডিটি থাকলে নিয়মিত ওষুধ খাওয়ার নিয়ম মেনে চলুন। নির্দিষ্ট সময়ে ভ্যাকসিন নেওয়া জরুরি। কাশি বা গলা খুশখুশ করলে খেতে পারেন আদা চা। কফ ও কাশি কমাতে আদা খুবই কার্যকর। এক কাপ আদা চা কাশির সমস্যা দূর করার পাশা পাশি হজমেও সাহায্য করে। এছাড়াও গলা ব্যথা কমাতে এবং কাশি প্রশমিত করতে পারে মধু, তুলসি পাতা। বিশ্রাম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে। তাই পর্যাপ্ত ঘুমের দিকে নজর রাখুন। নিয়মিত ব্যায়াম করুন। পরিমিত ব্যায়াম রক্ত সঞ্চালন এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে সামগ্রিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। সাইট্রাস ফল, আদা, হলুদ, রসুন এবং দই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। পর্যাপ্ত ভিটামিন ডি পেতে নিয়মিত রোদে বসার অভ্যাস করুন। দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করতে ধর্মীয় প্রার্থনা, ধ্যান বা গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস অনুশীলন করুন। প্রতিবছর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এমন একটি স্বাস্থ্য ইস্যু বেছে নেয়, যা গোটা পৃথিবীর জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৬ সালের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অত্যন্ত সময়োপযোগী একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে'টুগেদার ফর হেল্থ। স্ট্যান্ড উইদ সায়েন্স'। অর্থাৎ, ২০২৬ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের থিম হল, 'স্বাস্থ্যের জন্য ঐক্যবদ্ধ, বিজ্ঞানের সঙ্গে অবস্থান'। বিজ্ঞান আজ স্বাস্থ্যখাতে বিপ্লব এনে দিয়েছে। উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তি, যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, টেলিমেডিসিন, এবং জেনেটিক রিসার্চ মানুষের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসাকে আরও দ্রুত ও নির্ভুল করেছে। আগে যেখানে একটি রোগ শনাক্ত করতে দীর্ঘ সময় লাগত, এখন আধুনিক যন্ত্রপাতি কয়েক মিনিটেই তা নির্ণয় করতে সক্ষম। এর ফলে রোগের প্রাথমিক পর্যায়েই চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হচ্ছে, যা সুস্থতার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। তবে শুধু আধুনিক প্রযুক্তির উপর নির্ভর করলেই হবে না, ব্যক্তিগত জীবনযাপনেও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি। সঠিক খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম এবং মানসিক প্রশান্তিএই চারটি স্তম্ভ সুস্থ জীবনের ভিত্তি।

ছোট থেকেই শিশুকে শেখাতে হবে কৃতজ্ঞ হতে

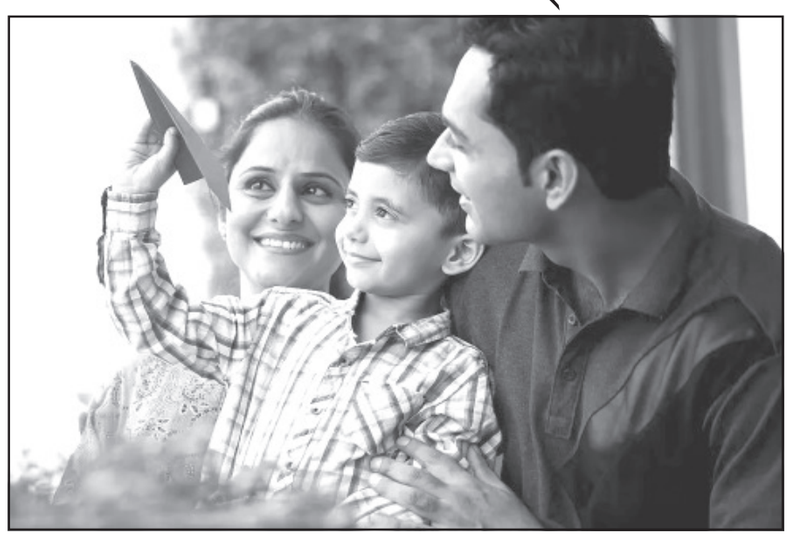

শিশুকে শুধু 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলতে শেখালেই যে সে কৃতজ্ঞ হতে শিখবে, এমনটা নয়। প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হলো অন্যের ভালোবাসা, পরিশ্রম এবং সাহায্যের মূল্য বোঝার ক্ষমতা। কৃতজ্ঞতা মানে কোনও ভদ্রতা নয়, বরং গভীর অনুভূতি, যা ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে শেখানো জরুরি।

কৃতজ্ঞতার গুরুত্ব

অনেক সময় বাবা-মা সন্তানকে উপহার পেলে বা কেউ কিছু দিলে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলতে শেখান। কিন্তু শিশুটি কেন ধন্যবাদ দিচ্ছে, সেই অনুভূতিটা বুঝতে পারে না। তাই প্রথমেই তাকে বোঝাতে হবে যে কৃতজ্ঞতা শুধু উপহার পাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। প্রতিদিন মা-বাবা তার জন্য যে পরিশ্রম করেন, শিক্ষকরা যে সময় দেন কিংবা পরিবারের অন্য সদস্যরা যে যত্ন নেন, সেগুলির মূল্য বোঝানোও গুরুত্বপূর্ণ।

কথা নয় কাজ

বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশুরা কথার চেয়ে কাজ দেখে বেশি শেখে। তাই বাবা-মাকে নিজের জীবনেই কৃতজ্ঞতার চর্চা করতে হবে। পরিবারের সামনে ছোট ছোট বিষয়ের জন্য ধন্যবাদ জানানো, কারও সাহায্য পেলে তার প্রশংসা করা বা দৈনন্দিন জীবনের ইতিবাচক দিকগুলির কথা বলা সন্তানের উপর গভীর প্রভাব ফেলে।

সাহায্য করতেও শেখাতে হবে

শিশুকে অন্যকে সাহায্য করার অভ্যাসও শেখানো দরকার। কোনও বন্ধু তাকে সাহায্য করলে, সেও যেন সুযোগ পেলে অন্যের পাশে দাঁড়ায়। এতে সে বুঝতে শিখবে যে কৃতজ্ঞতা শুধু কথায় নয়, কাজের মাধ্যমেও প্রকাশ করা যায়। এ ছাড়া সন্তানের মধ্যে 'আমি কী পেলাম না' এই মানসিকতার বদলে 'আমি কী পেয়েছি' সেই উপলব্ধি তৈরি করাও জরুরি। সমাজের সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের কথা জানানো বা কোনও সামাজিক কাজে তাকে অংশ নিতে উৎসাহিত করলে সে নিজের প্রাপ্তির মূল্য বুঝতে শেখে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শিশুকে অচেনা মানুষের পরিশ্রমের মূল্য বোঝানো। যেমন- ডেলিভারি কর্মী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী বা নিরাপত্তারক্ষীরা যে পরিশ্রম করেন, তা নিয়ে আলোচনা করলে শিশুর মধ্যে সহমর্মিতা ও সম্মানবোধ গড়ে ওঠে।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, প্রকৃত কৃতজ্ঞতা শিশুদের আরও সুখী, সহানুভূতিশীল এবং মানসিক ভাবে দৃঢ় করে তোলে। তাই শুধু 'থ্যাঙ্ক ইউ' শেখানোর বদলে, তাদের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার অনুভূতি গড়ে তোলাই হওয়া উচিত বাবা-মায়ের মূল লক্ষ্য।

বাঙ্গালির পাট শাক মুখে রোচে চিংড়ি-বাদাম দিয়ে

পাট শাক রান্না করুন আলাদা ঢঙে। চিংড়ি আর মুচমুচে চিনাবাদামের সঙ্গে রসুন-পেঁয়াজ বেরেস্তার কম্বিনেশন গরম ভাতে মাখলেই জমে যাবে দুপুর। তেতো নয়, বরং ঝাল-মিষ্টি-ক্রাঞ্চি ব্যালেন্সে ভরপুর এই পদ রেস্তোরাঁর স্বাদকেও হার মানাবে। পাট শাক মানে শুধু তেতো নয়, ঠিকঠাক রাঁধলে দারুণ মুখরোচক। কচি পাট পাতা ২ আঁটি নিন, ডাঁটা বাদ দিয়ে ছোট করে কেটে ভালো করে ধুয়ে জল ঝরান। শাক ভেজা থাকলে তেলে দিলেই ছিটবে, তাই শুকনো করে নেওয়াটা জরুরি। কড়াইতে আধ কাপ সরষের তেল গরম করে ১ মুঠো চিনাবাদাম সোনালি করে ভেজে তুলুন। ওই তেলেই ১ টেবিল চামচ রসুন কুচি আর আধ কাপ পেঁয়াজ কুচি বেরেস্তা করুন। ৩-৪টে শুকনো লঙ্কা মুচমুচে ভেজে বেরেস্তার সঙ্গে গুঁড়িয়ে রাখুন। ২০০ গ্রাম ছোট চিংড়িতে আধ চা-চামচ হলুদ আর নুন মাখিয়ে লালচে করে ভেজে নিন। বেশি কড়া ভাজবেন না, রসালো থাকলে শাকের সঙ্গে মিশে স্বাদ খোলে। এই চিংড়ি-ভাজার তেলটাই রান্নার আসল ইউএসপি। এবার ওই তেলেই কাটা পাট শাক ছেড়ে দিন। সামান্য নুন দিয়ে মাঝারি আঁচে নাড়তে থাকুন। ঢাকা দেবেন না, খোলা কড়াইতে ভাজলে রং সবুজ থাকবে আর তেতো ভাব কেটে যাবে। শাক থেকে বেরোনো জল শুকোতে দিন। জল টেনে শাক নরম হয়ে এলে ভাজা চিংড়ি মিশিয়ে দিন। তারপর ভাজা বাদামগুলো দিয়ে হালকা হাতে নাড়ুন যাতে বাদাম না ভাঙে। বাদামের ক্রাঞ্চ আর প্রোটিন এই শাকে আলাদা ডাইমেনশন যোগ করে। শেষে রসুন-পেঁয়াজ-লঙ্কার গুঁড়ো মিশ্রণটা ছড়িয়ে ৩০ সেকেন্ড নেড়ে নামিয়ে নিন। এই বেরেস্তা-গুঁড়োই তেতো কাটিয়ে ঝাল-মিষ্টি ব্যালেন্স আনে। বেশি ভাজলে রং কালচে হয়ে যাবে, তাই সময়টা মাপা দরকার। গরম ধোঁয়া ওঠা ভাতের সঙ্গে সার্ভ করুন এই চিংড়ি-বাদাম পাট শাক ভাজা। পাশে এক ফালি গন্ধরাজ লেবু আর কাঁচা লঙ্কা রাখলে স্বাদ আরও খুলবে। বাড়ির রান্নাতেই রেস্তোরাঁর ফিলিংস পাবেন গ্যারান্টি। স্মার্ট টিপস: শাক কেটে ফেলে রাখবেন না, তেতো বাড়ে। সরষের তেল দিলে অথেনটিক স্মেল আসে, সাদা তেলেও চলবে। আয়রন আর ফাইবারে ভরপুর এই পদ ডায়েট-ফ্রেন্ডলি, তবে কিডনির সমস্যা থাকলে নুন-তেল বুঝে খান।

ঘরের নানা কাজে কীভাবে ব্যবহার করবেন আম পাতা

আম পাতার উপকারিতা অনেকেই হয়তো বিশদে জানেন না। গরমকাল মানেই আমের মরশুম, তবে আম খাওয়ার পর তার পাতাও যে ঘরের একাধিক দৈনন্দিন কাজে চমৎকারভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, তা সচরাচর ভাবা যায় না। ভেষজ চা তৈরি থেকে শুরু করে ঘর সাজানো, এমনকি গাছের সার তৈরিতেও আম পাতা দারুণ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। জেনে নিন আম পাতার এমনই কিছু অসাধারণ ব্যবহার, যা আপনার জীবনযাত্রাকে আরও সহজ করে তুলবে।

আম পাতা শুকিয়ে নিয়ে তা গরম জলে ফুটিয়ে চমৎকার এক ধরনের ভেষজ চা তৈরি করা সম্ভব। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এই চায়ের নানাবিধ স্বাস্থ্য গুণাগুণের কথা উল্লেখ করা গিয়েছে যা শরীর সতেজ রাখতে সাহায্য করে। প্রতিদিন সকালে এই ভেষজ পানীয় পানের অভ্যাস শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও বিশেষ সাহায্য করে থাকে।

বাঙালি বাড়ি কিংবা ভারতীয় সংস্কৃতিতে শুভ অনুষ্ঠানে আম পাতার ব্যবহার অত্যন্ত প্রাচীন একটি প্রথা হিসেবে গণ্য করা হয়। উৎসব-পার্বণে ঘরের মূল প্রবেশদ্বারে তাজা আম পাতার মালা বা তোরণ ঝুলিয়ে দিলে তা দেখতে যেমন সুন্দর লাগে, তেমনই চারপাশের পরিবেশেও এক ধরনের ইতিবাচক শক্তি ছড়িয়ে পড়ে। শুভ কাজের পাশাপাশি বাড়িকে প্রাকৃতিক উপায়ে সাজিয়ে তোলার এটি হল অন্যতম সহজ একটি উপায়।

গাছের যত্নে আম পাতার ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকরী কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর উপাদান থাকে। বাগানের টবের মাটি উর্বর করতে শুকনো আম পাতা কুচিয়ে কম্পোস্ট সারের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা অত্যন্ত লাভজনক। এই প্রাকৃতিক সার গাছের স্বাস্থ্য ভালো রাখার পাশাপাশি গাছের দ্রুত বৃদ্ধিতেও দারুণ সাহায্য করে থাকে। ঘরের স্যাঁতসেঁতে বা দুর্গন্ধ দূর করতে শুকনো আম পাতা দিয়ে চমৎকার ঘরোয়া পটপুরি তৈরি করে নেওয়া যায়। আম পাতার সঙ্গে কমলার খোসা, দারুচিনি, লবঙ্গ এবং সামান্য শুকনো ফুল মিশিয়ে ঘরের এক কোণে রেখে দিলে প্রাকৃতিকভাবেই সুন্দর সুগন্ধ ছড়ায়। কৃত্রিম এয়ার ফ্রেশনারের পরিবর্তে এটি হল সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব এবং সাশ্রয়ী একটি বিকল্প। ক্লান্তি দূর করতে এবং ত্বক সতেজ রাখতে স্নানের জলে আম পাতার ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকেই বেশ জনপ্রিয়। গরম জলে কয়েকটি আম পাতা ভালো করে ফুটিয়ে সেই জল স্নানের জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিলে এক অদ্ভুত আরামদায়ক অনুভূতি পাওয়া যায়। এই ভেষজ স্নান ত্বকের নানাবিধ সংক্রমণ দূর করার পাশাপাশি সারাদিনের ক্লান্তি নিমেষের মধ্যে দূর করতে সাহায্য করে থাকে।

শুকনো বা প্রেস করা আম পাতা ব্যবহার করে চমৎকার সব নান্দনিক ও পরিবেশবান্ধব শিল্পকর্ম তৈরি করা সম্ভব। বইয়ের বুকমার্ক, হাতে তৈরি গ্রিটিং কার্ড কিংবা দেওয়াল সাজানোর ওয়াল আর্টে এই পাতাগুলি ব্যবহার করলে তা এক অভিনব রূপ ধারণ করে। প্লাস্টিকের তৈরি জিনিসপত্রের বদলে এই ধরনের পরিবেশবান্ধব ক্রাফট ঘরের সৌন্দর্যকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। বাড়িতে মশা বা অন্যান্য ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গের উপদ্রব কমাতেও আম পাতা এক আশ্চর্য ভূমিকা পালন করতে পারে। সন্ধ্যার সময় শুকনো আম পাতা সামান্য ধুনোর সঙ্গে পুড়িয়ে ধোঁয়া দিলে ঘরের মশা এবং মাছি সহজেই দূর হয়ে যায়। রাসায়নিক উপাদানে ভরা ক্ষতিকারক মসকুইটো রিপেলেন্টের চেয়ে এই প্রাকৃতিক পদ্ধতিটি স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ বলে মনে করা হয়। মুখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এবং মাড়ির সমস্যা দূর করতে কচি আম পাতার ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। কচি আম পাতা চিবিয়ে খেলে কিংবা পাতা ফোটানো জল দিয়ে কুলকুচি করলে মুখের দুর্গন্ধ নিমেষেই দূর হয়ে যায়। প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় দাঁতের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে আম পাতার এই ব্যবহার যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

গায়ে ডিমের গন্ধ ! কিভাবে দূর করবেন

চুলের উজ্জ্বলতা বাড়াতে ডিমের প্যাক ব্যবহার কিংবা রান্নার সময় জামায় দাগ লাগলে আঁশটে গন্ধ দূর করা কঠিন হয়ে পড়ে। জেনে নিন চুল ও জামাকাপড় থেকে ডিমের গন্ধ তাড়ানোর কিছু কার্যকরী ঘরোয়া টোটকা। রান্নাঘর হল এমন এক রণক্ষেত্র যেখানে কাজ করতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। সকালের তাড়াহুড়োয় ওমলেট বানাতে গিয়ে বা কেকের ব্যাটার তৈরি করার সময় ডিম ফাটাতে দিয়েই ঘটে বিপত্তি। যখন হাত ফসকে কাঁচা ডিম সাধের পোশাকের ওপর গিয়ে পড়ে। অথবা কপাল থেকে ঘাম মুছতে গিয়ে ডিমের আঠালো হাতটাই চুলে লেগে যায়। তরল সেই চটচটে অংশটি জামায় বা চুলে লাগার সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ বিগড়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। শুধু যে একটি বিশ্রী দাগ তৈরি হয় তা নয়, কাঁচা ডিমের সেই তীব্র আঁশটে গন্ধ সারা দিন পিছু ছাড়তে চায় না। আবার রেশমি ও উজ্জ্বল চুলের আশায় অনেকেই ডিমের ওপর ভরসা রাখেন। প্রোটিনে ভরপুর এই জিনিসটি রূপচর্চা থেকে শুরু করে ডায়েট, সব জায়গাতেই সুপারহিট। তবে রূপচর্চার চক্করে মাথায় ডিমের প্যাক মেখে স্নান করার পর তা সহ্য করা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। দামি শ্যাম্পু ব্যবহার করার পরও অনেক সময় সেই জেদি গন্ধ কিছুতেই পিছু ছাড়তে ছাড়তে চায় না। চারপাশের মানুষ তখন নাক কুঁচকে তাকাতে শুরু করেন। এই বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাওয়ার এবং চুল ও জামাকাপড় থেকে ডিমের দুর্গন্ধ তাড়ানোর কিছু কার্যকরী ঘরোয়া উপায় রইল আপনার জন্য। চুলের পুষ্টি ও কন্ডিশনিংয়ের জন্য ডিম মাথায় মাখার চল বহু পুরনো। কিন্তু ৩-৪ বার শ্যাম্পু করার পরেও যখন চুল থেকে পোলট্রি ফার্মের মতো গন্ধ বেরোতে থাকে, তখন পার্লারের মতো সুন্দর চুলের স্বপ্ন নিমেষেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এই জেদি গন্ধ দূর করতে শ্যাম্পু করার পর এক মগ জলে একটি পাতিলেবুর রস মিশিয়ে চুল ধুয়ে নিতে পারেন। এছাড়া, ডিমের প্যাক লাগানোর সময় তাতে সামান্য টক দই বা কয়েক ফোঁটা এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে নিলে গন্ধ গোড়াতেই আটকে দেওয়া সম্ভব হয়। লেবুর সাইট্রিক অ্যাসিড ডিমের গন্ধকে পুরোপুরি নিস্তেজ করে দেয়।

ভিনিগার

রান্নাঘরে তাড়াহুড়ো করে কাজ করার সময় জামায় কাচা ডিমের তরল অংশ পড়ে যাওয়া খুব সাধারণ ঘটনা। সাধারণ সাবান দিয়ে কাচলে কিন্তু সেই গন্ধ কাপড়ের তন্তুর সঙ্গে আরও বেশি জড়িয়ে যায়। এর জন্য জামার সেই নির্দিষ্ট অংশে কিছুটা সাদা ভিনিগার বা বেকিং সোডা মাখিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে। তারপর ঠান্ডা জলে ভালো করে ধুয়ে নিলেই কেল্লাফতে! ভিনেগারের অ্যাসিডিক উপাদান ডিমের গন্ধ ও দাগ দুই-ই এক ফুঁয়ে ধ্বংস করে দেয়।

ঠান্ডা জল

চুল হোক বা জামাকাপড়, ডিমের গন্ধ বা দাগ পরিষ্কার করার সময় একটি প্রাথমিক নিয়ম সবসময় মাথায় রাখা দরকার। কখনওই গরম জল ব্যবহার করা চলবে না। গরম জলের সংস্পর্শে এলে ডিমের প্রোটিন চুলের স্ক্যাল্প বা কাপড়ের সুতোর সঙ্গে আরও শক্তভাবে জমাট বেঁধে যায়। সহজ কথায়, ডিমটি সেখানে 'সেদ্ধ' হয়ে যায়। ফলে গন্ধ আরও স্থায়ী রূপ নেয়। তাই সবসময় স্বাভাবিক বা ঠান্ডা জল ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কফি পাউডার

ডিম মাথায় মাখতে গিয়ে বা রান্না করার সময় হাতে যে গন্ধ থেকে যায়, তা নামী ব্র্যান্ডের হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে বারবার ধুয়েও কাটে না। এই গন্ধ-সন্ত্রাস বন্ধ করার সহজ উপায় লুকিয়ে রয়েছে রান্নাঘরেই। সামান্য কফি পাউডার হাতে নিয়ে ভালো করে ঘষে ধুয়ে ফেললে ডিমের গন্ধ নিমেষেই কেটে যায়। কফির চড়া সুবাস ডিমের গন্ধকে পাত্তাই দেয় না। ঘরে কফি না থাকলে লেবুর খোসাও হাতে ঘষে নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে বেকিং সোডাও বেশ ভালো কাজ দেয়।

রাজ্যে জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচিতে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৯৪ জনকে মাসে ২ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হচ্ছে: সমাজকল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন: সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে রাজ্যে ১০০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে ইংরেজি মাধ্যম কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং এগুলিকে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ৫৬২টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র হিসেবে উন্নীত করা হয়েছে। জনজাতি এলাকায় বিকাশের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান প্রকল্পে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় রাজ্য সরকার ২২৬টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু করেছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়।

সাংবাদিক সম্মেলনে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে রাজ্যবাসীর কল্যাণে রাজ্য সরকার সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের আওতায় আরও ৪টি প্রকল্প চালু করেছে। মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১৮ বছর ও তার বেশি বয়সের ৪৫ জনকে এই প্রকল্পে ৫০ হাজার টাকা করে সহায়তা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনায় ফিক্সড ডিপোজিটের মাধ্যমে ১০৫ জন কন্যা শিশুকে সহায়তা করা হয়েছে। চিফ মিনিস্টার স্কিম ফর পার্সন্স উইথ ইন্টেলেকচুয়াল ডিজেবিলিটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৫ হাজার টাকা করে ৩,৪৯২ জনকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি রিক্রিয়েশন সেন্টার ফর ইন্টেলেকচুয়াল ডিজেবিলিটিস স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে সরকার সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে ২০ হাজার ২৭ জনকে প্রতিমাসে ২ হাজার টাকা করে দিব্যাঙ্গ ভাতা প্রদান করছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছর পর্যন্ত ৩,৫৫৯টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এছাড়া ২০২৬-২৭ অর্থবছরে আরও ৫ হাজার কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য রাজ্যের ১০০ শতাংশ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা। মিশন বাৎসল্যের আওতায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৫ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি সমন্বিত শিশু আবাস এবং ঊনকোটি জেলায় ১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কন্যা শিশুদের জন্য একটি সরকারি শিশু আবাস নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও ধরতি আবা জনজাতি অভিযান প্রকল্পে জনজাতি এলাকায় আরও ১১৯টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। রাজ্যে জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচিতে মোট ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৯৪ জনকে মাসে ২ হাজার টাকা করে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রাজ্যে মোট ৪৬ হাজার ৯০৪ জনকে ১২ কোটি ৭৫ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা সহায়তা করা হয়েছে। এই প্রকল্পে চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ৩,৩০৩ জনকে সহায়তা প্রদান করা হয়। রাজ্য সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি ও মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক সহায়তা কর্মসূচিতে রাজ্য সরকার ৩৫টির বেশি সামাজিক পেনশন প্রকল্পে ভাতা প্রদান করছে। কর্মজীবী মহিলাদের জন্য নিরাপদ আবাসের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে রাজ্যে ৪টি সখী নিবাস করা হয়েছে। এছাড়া কর্মজীবী মহিলাদের সুবিধার জন্য ১১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০টি ওয়ার্কিং উইমেন হোস্টেল নির্মাণের কাজ চলছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দেশের ২০টি রাজ্যের থেকেও বেশি অনারিয়াম দেওয়া হচ্ছে। সিস্টেম পরিবর্তনের কারণে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের এপ্রিল ও মে মাসের অনারিয়াম দিতে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল বর্তমানে সেই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। দেশের কোনও রাজ্যই এখনও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের রেগুলার ও তাদের গ্র্যাচুয়িটি দেওয়া হয়নি। সেগুলি এখনও বিচারাধীন রয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিয়োগ প্রজেক্টভিত্তিক হয়ে থাকে। এছাড়াও তিনি সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অন্যান্য প্রকল্পগুলির বিভিন্ন পরিষেবা নিয়েও বক্তব্য রাখেন। তিনি জানান, আগামী ১৪, ১৫ এবং ১৬ জুন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে জনকল্যাণ শিবিরের মাধ্যমে ঘোষিত ৪টি নতুন প্রকল্পের সাথে মানুষদের আরও বেশি করে যুক্ত করতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এল, রাঞ্চল।

PRESS NOTICE INVITING SHORT QUOTATION NO. :- 01/AGRI/EE/WEST/2026-27

On behalf of the 'Governor of Tripura', sealed separate quotations are invited from owners of vehicle having Commercial License for Hiring of 02 (two) Nos WagonR/Maruti EECO Vehicles for Office uses under Agri. Directorate Krishi Bhawan, Agartala, Tripura for a period of 03 (Three) Months.

Sl. No.	Description of work	Quantity	Cost of document	Last date & time for receipt of application & issue of Quotation	Issue of Bidding	Bidding document Selling & Dropping Center	Last Date & time for dropping of quotation	Opening date & Time
1.	Hiring of 02 (two) Nos WagonR/Maruti EECO Vehicles for Office uses under Agri. Directorate Krishi Bhawan, Agartala, Tripura for a period of 03 (Three) Months. (DNIQ NO. 01/AGRI/EE/WEST/2026-27)	1(One) No.	Rs.1,000/- only	During office hours upto 04:00 PM on 11/06/2026	upto 04:00 PM on 12/06/2026	Office of the Executive Engineer (West-I), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Agartala, Tripura.	Up to 3.00 P.M. on 15/06/2026	On 15/06/2026 at 4.00 P.M

For details, please contact with the office of the undersigned.

ICA/C-730/26

(Er. Partha Pratim Pal)
Executive Engineer (West, Div-I),
Department of Agriculture & F. W,
Agartala, West Tripura

রদবদল

● প্রথম পাতার পর

স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার কোর্ট ইন্সপেক্টর হিসেবে কর্মরত ইন্সপেক্টর হিমাদ্রি সরকার।কাকড়াবন থানার ওসি ইন্সপেক্টর জয়ন্ত মালাকারকে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় স্থানান্তর করা হয়েছে। তাঁর পরিবর্তে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় কর্মরত ইন্সপেক্টর গোপাল শুক্লদাসকে কাকড়াবন থানার নতুন ওসি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

কিল্লা থানার ওসি ইন্সপেক্টর বিকাশ দেববর্মাকে খোয়াই জেলায় বদলি করা হয়েছে। তাঁর স্থানে সিপাহিজলা জেলায় কর্মরত ইন্সপেক্টর অরূপ দেববর্মাকে কিল্লা থানার নতুন ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

গোমতী জেলায় কর্মরত ইন্সপেক্টর শক্তি সাধন জমাতিয়াকে জম্পুইজলা থানার ওসি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। অন্যদিকে, খোয়াই জেলায় কর্মরত ইন্সপেক্টর সনেশ দেববর্মাকে চম্পাহাওর থানার ওসি হিসেবে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে।এছাড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় কর্মরত সাব-ইন্সপেক্টর সমরেশ চাকমাকে বৈজলবাড়ি থানার ওসি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

জারি হওয়া নির্দেশিকায় সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) এবং অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের অবিলম্বে বদলি সংক্রান্ত নির্দেশ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।পুলিশ মহলের একাংশের মতে, এটি আসন্ন বৃহত্তর প্রশাসনিক রদবদলের সূচনা মাত্র। আগামী দিনে আরও বেশ কয়েকজন ওসি এবং এসডিপিও-স্তরের আধিকারিকের দায়িত্বে পরিবর্তন আনা হতে পারে।

ঘুষের অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

রায়, আইবি কর্মী নেপাল নমঃ এবং জিআরপি-র কয়েকজন কর্মী কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই আটক যুবকটি থানার ভেতর থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। উপস্থিত কয়েকজন ব্যক্তি তাকে ধাওয়া করলেও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় অটোচালক ও প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমেই ওই যুবককে পালানোর সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি যুবকের পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্য কয়েকজন সাংবাদিকের ক্যামেরায়ও ধরা পড়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে বিলোনিয়া থানার এসআই প্রেমজিৎ রায় বলেন, "আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। আমি পরিবারকে স্টেশনে নামিয়ে দিতে গিয়েছিলাম। আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।" অপরদিকে আইবি কর্মী নেপাল নমঃ-ও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

তবে স্থানীয়দের প্রশ্ন, রেল স্টেশন এলাকায় গাঁজাসহ কাউকে আটক করা হলে বিষয়টি জিআরপি পুলিশের আওতাধীন হওয়ার কথা। সেই ক্ষেত্রে বিলোনিয়া থানার কর্মকর্তাদের উপস্থিতি এবং ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ঘটনার পর এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ ও উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। যদিও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জিআরপি পুলিশের আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

গ্রেপ্তার এক

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় ঢুকতে দেখে গ্রেফতারির ভয়ে অভিযুক্তর বাড়ির পাশের একটি ডোবায় (জলাশয়) ঝাঁপ দিয়ে আত্মগোপনের চেষ্টা করে। তবে পুলিশ বাহিনী তৎপরতার সাথে ডোবা থেকে তাকে টেনে হিঁচড়ে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

অভিযুক্ত গ্রেফতার হওয়ার পর বিশালগড়ের ডিসি এবং সিপাহীজলা জেলার চাইল্ড লাইনের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থল ও থানায় পৌঁছান। চাইল্ড লাইনের প্রতিনিধিরা নির্যাতিতা কিশোরী ও তার মাকে উদ্ধার করে সুরক্ষার স্বার্থে তাদের কার্যালয়ে নিয়ে যান।

এদিন দুপুরে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সংবাদমাধ্যমকে জানান 'ঘটনাটি অত্যন্ত সংবেদনশীল। পুলিশ ইতিমধ্যেই পুরো বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি নির্দিষ্ট ধর্ষণের মামলা নথিভুক্ত করা হচ্ছে এবং আইন অনুযায়ী কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এদিকে ঘটনার মোড় অন্য দিকে ঘোরাতে মঙ্গলবার বিকেল থেকেই তৎপর হয়ে উঠেছে সীমান্ত এলাকার কিছু অসাধু চক্র। অভিযোগ, অভিযুক্তকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিতে ওই এলাকার কয়েকজন সীমান্ত পাচারকারী মাস্টারমাইন্ড এবং স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী নেতা মধুপুর থানায় গিয়ে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছে। তবে পুলিশ এই বিষয়ে কঠোর অবস্থান বজায় রেখেছে এবং কোনো ধরনের চাপের কাছে মাথা নত করতে নারাজ। প্রশাসনের এমন কঠোর পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী কিছুটা স্বস্তি পেলেও, অভিযুক্তের যাতে কোনোভাবেই রেহাই না হয়, তার জন্য কড়া নজর রাখছেন স্থানীয়রা।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

স্কুলের ক্লাসরুমের চাবি পৌঁছালো এবং কে বা কারা তাকে সেই চাবি সরবরাহ করেছিল, তা নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করতে হবে।

দলের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য, শুধুমাত্র মূল অভিযুক্ত নয়, ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, তার জন্য স্কুলগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করার দাবি জানানো হয়।

সিপিআই(এম) শ্রীনগর অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। এদিকে, পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে এবং ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ধর্মনগর শহরে ভারী যানবাহনের দাপট, বেহাল সড়কব্যবস্থা; ক্ষোভে ফুঁসছেন নাগরিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ জুন ।। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর শহরে ভারী পণ্যবাহী হাইভা গাড়ির অবাধ চলাচলের ফলে শহরের প্রধান সড়কগুলির অবস্থা দিন দিন বেহাল হয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসনের তরফে শহরের নির্দিষ্ট কয়েকটি সড়কে ভারী যানবাহন চলাচলের উপর বিধিনিষেধ জারি থাকলেও বাস্তবে সেই নিয়ম কার্যকর হচ্ছে না বলেই দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের।

অভিযোগ অনুযায়ী, রাতের বিভিন্ন সময়ে একাধিক হাইভা গাড়ি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ব্যবহার করে যাতায়াত করছে। অতিরিক্ত ওজন বহনকারী এসব যানবাহনের চাপে রাস্তার পিচঢালা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন সাধারণ পথচারী ও যানবাহন চালকরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা চললেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অনেকের মতে, ট্রাফিক বিভাগের নজরদারি মূলত হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল আরোহীদের বিরুদ্ধে জরিমানা আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ শহরের রাস্তাঘাটের ক্ষতির অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত ভারী যানবাহনের অবাধ চলাচল রোধে দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। শহরের বিভিন্ন এলাকায় ইতোমধ্যেই রাস্তার অবস্থা এতটাই শোচনীয় হয়ে উঠেছে যে, সামান্য বৃষ্টিতেই গর্তে জল জমে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ব্যবসায়ী, অটোচালকসহ সাধারণ নাগরিকরা।

নাগরিকদের দাবি, অবিলম্বে শহরের মধ্যে হাইভা ও অন্যান্য অতিভারী যানবাহনের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং বিকল্প রুট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে। পাশাপাশি শহরের ক্ষতিগ্রস্ত সড়কগুলির দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছেন তারা। এদিকে, শহরের প্রধান সড়কে ভারী যানবাহন চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে নিয়ম ভঙ্গ করে এসব গাড়ি অবাধে চলাচল করছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সচেতন মহল। বিষয়টি ঘিরে প্রশাসন ও ট্রাফিক বিভাগের ভূমিকা নিয়েও উঠছে নানা প্রশ্ন। ধর্মনগরবাসীর একটাই দাবি শহরের রাস্তাঘাট রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে প্রশাসন যেন দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অন্যথায় আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা।

Short Notice Inviting Quotation

Sealed Short Notice Inviting Quotation (SNIQ) are invited in 2 (Two) bid system (Technical bid & Financial bid) by the undersigned on the behalf of the Government of Tripura from the reputed and experienced Manufacturer/Supplier/Agent/Authorized Dealer/Firm/Interest person for supply of Lab Reagent for Fully Automated Biochemistry Analyzer, Model: XL640 & EM200 of I.G.M. hospital, Agartala for the year 2026-27.

The SNIQ form with detailed description of item with terms and conditions will be available from the Medical Superintendent, I.GM. Hospital, Agartala on any working days during the office hour from 11:00 to 15:00 hours, free of cost upto 15/06/26.

The SNIQ would be received at the office of the undersigned upto 16:00 hours 15/06/26 by speed post/Courier Service/By Hand and will be opened on next working day if possible, in the office of the Medical Superintendent, I.G.M. Hospital, Agartala.

Sl No.	Name of reagent & Pack size	Quantity
1	Cholesterol, 10x44 ml	4 box
2	Direct HDL, 4x30/4x10 ml	6 box
3	Direct LDL, 2x30/2x10 ml	2 box
4	Triglycerides, 5x44/5x11 ml	6 box
5	Amylase, 5x22 ml	2 box
6	Lipase, 1x44/1x11 ml	2 box
7	Eppendorf/Micro centrifuge tube (1.5ml), 500 nos.	2 pack
8	Albumin, 10x44 ml	3 box

ICA/C-741/26

Medical Superintendent
I.G.M. Hospital, Agartala.

NOTICE INVITING TENDER

College of Agriculture, Tripura invites offline tenders in favour of reputed constructor/firm for Painting & Denting of Type-IV Quarter Rooms (21,996 Sq. feet.), College of Agriculture Tripura, Agartala, West Tripura. The bid document is available on the webpage of College of Agriculture, Tripura, http://coatripura.ac.in/ from 09.06.2026 to 23.06.2026 in all working days. Last Date and time of submission of the tender is 23.06.2026 upto 03.00 pm IST (Indian Standard Time) at College of Agriculture, Tripura only.

Sd/-
(Prof. Debashish Sen)
Principal & Director
College of Agriculture Tripura
Agartala, West Tripura

ICA/C-735/26

১,০৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ

● প্রথম পাতার পর

করছে কেন্দ্র। শিবরাজ সিং চৌহান রাজ্যগুলিকে আগাম পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রকল্প অনুমোদনের আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে নতুন কর্মসূচি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু করা যায়।বৈঠকে শ্রমিক কল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার ওপর জোর দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি নির্দেশ দেন, নতুন কর্মসূচিতে রূপান্তরের সময় কোনো শ্রমিকের কর্মসংস্থানে যেন বিঘ্ন না ঘটে এবং মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রেও যেন কোনো বিলম্ব না হয়।রাজ্যগুলিকে এমজিএনআরইজিএ-র অধীনে কর্মসংস্থানের সুযোগ বজায় রাখার পাশাপাশি শ্রমিকদের আইনগত অধিকার সুরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারের মতে, নিয়মিত কর্মসংস্থান ও সময়মতো মজুরি প্রদান গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক ও ডিজিটাল পরিকাঠামো শক্তিশালী করার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বৈঠকে জানানো হয়, বহু রাজ্য ইতোমধ্যে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি), ই-কেওয়াইসি, ফেস অথেন্টিকেশন এবং এসএমএস-ভিত্তিক তথ্যপ্রদান ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে।কেন্দ্র জানিয়েছে, ২৬টি রাজ্য ইতোমধ্যে 'বিকশিত ভারত-গ্রামীণ ভারত' কর্মসূচির লক্ষ্য অনুযায়ী বাজেট সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। একইসঙ্গে রাজ্যগুলিকে কৃষি মৌসুম চিহ্নিতকরণ, প্রশাসনিক নির্দেশিকা জারি এবং জেলা ও ব্লক পর্যায়ে সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।নতুন কর্মসূচির বাস্তবায়ন আরও কার্যকর করতে আগামী ২৮ ও ২৯ জুন নয়াদিল্লির আইসিএআর-আইএআরআই পুসা ক্যাম্পাসে জাতীয় গ্রামীণ উন্নয়ন সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেবেন। সম্মেলনে গ্রামীণ উন্নয়নের সফল মডেল, নীতি সমন্বয়, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং নতুন কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র সরকার।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আদিবাসী অধিকার রক্ষায় তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর জন্মদিন ১৫ নভেম্বরকে 'জঞ্জাতীয় গৌরব দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই দিনটি আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদানকে স্মরণ এবং ভারতের সমৃদ্ধ আদিবাসী ঐতিহ্যকে উদ্যাপনের জন্য পালন করা হয়।উল্লেখ্য, ১৯০০ সালের ৯ জুন মাত্র ২৫ বছর বয়সে ব্রিটিশদের হেফাজতে বিরসা মুন্ডার মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর সংগ্রাম, আদর্শ ও আত্মত্যাগ আজও দেশের প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

কোচিং সেন্টারে গুলিচালনার মামলায় খান স্যারের গ্রেফতারিতে স্থগিতাদেশ, বড় স্বস্তি পাটনা আদালতের

পাটনা, ৯ জুন (আইএএনএস): কোচিং সেন্টারে গুলিচালনার ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় জনপ্রিয় শিক্ষক ফয়সাল খান তথা 'খান স্যার'-কে বড় স্বস্তি দিল পাটনার একটি আদালত। মঙ্গলবার জেলা বিচারকের আদালত তাঁর গ্রেফতারিতে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেছে।সোমবার অগ্রিম জামিনের আবেদনের শুনানি শেষে আদালত রায় সংরক্ষণ করেছিল। মঙ্গলবার সেই রায় ঘোষণা করে আদালত জানায়, আপাতত খান স্যারের বিরুদ্ধে কোনও রকম জবরদস্তিমূলক বা শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে পারবে না পুলিশ।তবে আদালত এখনও তাঁর অগ্রিম জামিন মঞ্জুর করেনি। মামলার তদন্তকারী সংস্থার কাছে কেস ডায়েরি এবং খান স্যারের অপরাধমূলক অতীত সংক্রান্ত তথ্যও তলব করা হয়েছে। আগামী ৩০ জুন মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।অগ্রিম জামিনের আবেদন বিবেচনার সময় কেস ডায়েরি এবং অভিযুক্তের অপরাধ সংক্রান্ত নথি চাওয়া বিচার প্রক্রিয়ার একটি স্বাভাবিক অংশ বলে আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে।জামিনের আবেদন এখনও বিচারাধীন থাকলেও গ্রেফতারির উপর স্থগিতাদেশ পাওয়ায় খান স্যার আপাতত বড় ধরনের স্বস্তি পেয়েছেন। কারণ, তাঁর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক পুলিশি পদক্ষেপের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল।আদালতের নির্দেশের পর খান স্যারের আইনজীবী অরবিন্দ কুমার মাহুয়ার বলেন, "আদালত গ্রেফতারি থেকে সুরক্ষা দিয়েছে। ফলে এখন তিনি স্বাধীনভাবে যাতায়াত করতে পারবেন।"গত ২ জুন রাতে পাটনায় খান স্যারের পরিচালিত 'খান গ্লোবাল স্টাডিজ' কোচিং প্রতিষ্ঠানে কিছু অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি হামলা চালায় বলে অভিযোগ।

দুর্ভোগ যাত্রীদের

● প্রথম পাতার পর

স্থায়ী সংস্কারের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। ফলে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।এলাকাবাসীরা জানান, ২০৮ নং জাতীয় সড়ক উত্তর ত্রিপুরা, ধলাই ও উনকোটি জেলার মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। অথচ দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার এই অংশটি সংস্কারের অভাবে কার্যত চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বহুবার প্রশাসন ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ।

হত্যার অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

সদস্যই গুরুতরভাবে আহত হন। সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হন বৃদ্ধা সত্যবতী সাধু। পরিবারের দাবি, তাঁর মাথায় ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল, যার ফলে তিনি গুরুতর জখম হন।অভিযোগ, ঘটনার পর আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয় পরিবারকে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।দীর্ঘ কয়েকদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর গত রবিবার ভোরে সত্যবতী সাধুর মৃত্যু হয় বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে। এদিকে, ঘটনার পরপরই পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা নেয়নি বলে অভিযোগ তুলেছে আক্রান্ত পরিবার। যদিও পরবর্তীতে পরিবারের পক্ষ থেকে চাম্পাহাওর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।ঘটনায় অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে পরিবারের সদস্যরা। এলাকাজুড়েও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ তদন্তের স্বার্থে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে সূত্রের খবর।

বিদ্যুৎমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

করা হয়, যা এই অর্থবছরের অন্যতম বৃহৎ অভিযান হিসেবে বিবেচিত। শুধু বকেয়া বিল নয়, রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম 'হুক লাইন' বা অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের বিরুদ্ধেও কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এটি বিদ্যুৎ ব্যবস্থার একটি বড় সমস্যা হয়ে আছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৪—২৫ অর্থবছরে ৯,৯৪২টি হুক লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।এছাড়া এই সময়ে ৩ কোটি ১১ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ২০২৫—২৬ অর্থবছরে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০,৯৪৮টি, এবং ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছু অসাধু গ্রাহকের কারণে হাজার হাজার সৎ গ্রাহক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। অতিরিক্ত লোডের কারণে কোথাও ট্রান্সফরমার পুড়ে যাচ্ছে, আবার কোথাও বিদ্যুৎ লাইন বিকল হচ্ছে। ফলে নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপন, লাইন মেরামত ও অবকাঠামো উন্নয়নে অতিরিক্ত খরচ করতে হচ্ছে বিদ্যুৎ দফতরকে।রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে রাজস্ব আদায়, বিদ্যুৎ চুরি রোধ এবং পরিষেবা উন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।এই প্রসঙ্গে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ পুনরায় জানান, বিদ্যুৎ চোরদের ধরতে নজরদারি দল নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এই অভিযান আরও জোরদার করা হবে। একই সঙ্গে বকেয়া বিল থাকা গ্রাহকদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়াও চলবে। তিনি আরও বলেন, সরকার ও বিদ্যুৎ কর্পোরেশন বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে আধুনিক ও উন্নত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করছে। তবে এই উন্নয়নের সুফল পেতে হলে প্রত্যেক গ্রাহককে নিয়ম মেনে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হবে এবং সময়মতো বিল পরিশোধ করতে হবে।

সংঘর্ষে আহত ৩

● প্রথম পাতার পর

আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্ঘটনার পর বিকট শব্দ শুনে আশপাশের বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। আহতদের উদ্ধারের সময় দেখা যায়, একজন মহিলা যাত্রী অটোর ভেতরে আটকে পড়েছেন। স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়। পরে খবর পেয়ে আনন্দনগর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে অংশ নেন।আহতদের মধ্যে রয়েছেন সরস্বতী দাস মারাক, চম্পা শীল এবং অটোচালক সনজিৎ দেবনাথ। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের দ্রুত হাপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক সূত্রে জানা গেছে, আহতদের মধ্যে চম্পা শীলের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক।দুর্ঘটনাগ্রস্ত অটোর নম্বর টিআর০১- জি - ২৬০০ এবং বোলেরো গাড়ির নম্বর টিআর ০৭ - ১৭১৮ বলে জানা গেছে। অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর বোলেরো গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থেকে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়।

শ্রম কমিশনারের কার্যালয়ে মজদুর সংঘের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ। ছবি নিজস্ব।

The Executive
Tripura on be
tendering sys
Firms/Private
PWD/CPWD

দেবেগৌড়ার রাজ্যসভা মনোনয়ন ইস্যুতে কংগ্রেসের 'কুমিরের কান্না': কর্নাটক বিজেপি সভাপতি বিজয়েন্দ্র

বেঙ্গালুরু, ৯ জুন (আইএএনএস): প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ.ডি. দেবেগৌড়াকে রাজ্যসভার মনোনয়নের জন্য বিবেচনা না করার প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের মন্তব্যকে 'কুমিরের কান্না' বলে কটাক্ষ করলেন কর্নাটক বিজেপি সভাপতি বি. ওয়াই. বিজয়েন্দ্র।

মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বিজয়েন্দ্র কংগ্রেসের কর্নাটক-প্রভারি রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা এবং কর্নাটক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বি. কে. হরিপ্রসাদ-এর সমালোচনা করেন।

তিনি অভিযোগ করেন, কংগ্রেস নেতারা দেবেগৌড়ার রাজনৈতিক জীবন দুর্বল করার জন্য অতীতে তাঁদের দলের ভূমিকা ভুলে গিয়েছেন। তাঁর দাবি, দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে থাকা এক প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করেছিল কংগ্রেস এবং এখনও তারা একই ধরনের 'নোংরা রাজনীতি' চালিয়ে যাচ্ছে।

বিজয়েন্দ্র বলেন, "আজ দেবেগৌড়াকে নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের উদ্বেগ সম্পূর্ণ ভান এবং হাস্যকর। বিজেপি সবসময়ই দেবেগৌড়াকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে।"

তিনি আরও দাবি করেন, দেবেগৌড়া বর্তমানে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটকে সমর্থন করছেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বেই দেশের ঐক্য ও উন্নয়ন সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত। কংগ্রেস এই রাজনৈতিক অবস্থান মেনে নিতে না পেরে দেবেগৌড়ার নামকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

বিজয়েন্দ্র বলেন, সংসদে প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজেও আবেগঘন ভাষণে দেবেগৌড়ার জনসেবামূলক অবদানের প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে, এটি দুই নেতার পারস্পরিক সম্মান ও রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রতিফলন। সেই সম্পর্ক নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা 'বিকৃত রাজনীতি' ছাড়া আর কিছু নয়।

তিনি আরও বলেন, কর্নাটকের মানুষ রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এবং কংগ্রেসের এই ধরনের প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না।

উল্লেখ্য, সোমবার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা বিজেপি এবং জনতা দল (সেকুলার)-এর নেতৃত্বের সমালোচনা করে অভিযোগ করেন যে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ. ডি. দেবে গৌড়া-কে রাজ্যসভার মনোনয়ন না দেওয়া রাজনৈতিকভাবে বিস্ময়কর এবং তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প ও ইস্পাতমন্ত্রী এইচ. ডি. কুমারাস্বামী কংগ্রেস নেতাদের বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়ে সুরজেওয়ালাকে 'ওয়াসুলি ওয়ালা' বলে কটাক্ষ করেন।

এছাড়া কর্নাটক কংগ্রেস সভাপতি বি. কে. হরিপ্রসাদও বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়ে অভিযোগ করেন, দেবেগৌড়াকে রাজ্যসভার টিকিট না দেওয়া হলে তা কর্নাটকের মানুষের সঙ্গে 'বিশ্বাসঘাতকতা' হিসেবে গণ্য হবে। দেবেগৌড়ার সম্ভাব্য রাজ্যসভা মনোনয়ন ঘিরে কর্নাটকের রাজনৈতিক মহলে এখন তীব্র তরজা শুরু হয়েছে। বিজেপি, জেডি(এস) এবং কংগ্রেস তিন পক্ষই এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে একে অপরের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ শানাচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের ১০ দিনব্যাপী প্রতিভা অন্বেষণ বাছাই শিবিরের সমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন: ত্রিপুরার ক্রীড়া জগতে নতুন প্রতিভা খুঁজে বের করার লক্ষ্যে আয়োজিত ১০ দিনব্যাপী প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বাছাই শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠান মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল কমপ্লেক্সে।

ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের উদ্যোগে আয়োজিত এই বিশেষ বাছাই শিবিরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত উদীয়মান খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেন। শিবিরে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের দক্ষতা, শারীরিক সক্ষমতা এবং সম্ভাবনা মূল্যায়নের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নতুন প্রতিভা তুলে আনার ক্ষেত্রেও সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এ ধরনের উদ্যোগ আগামী দিনে ত্রিপুরার ক্রীড়াক্ষেত্রকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী অভিষেক দেবরায়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই বাছাই শিবিরের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের ভবিষ্যতে আরও উন্নত প্রশিক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে, যাতে তারা রাজ্য ও জাতীয় স্তরে সাফল্য অর্জন করতে পারে।

রাধাকিশোর নগরে লিকুইড নাইট্রোজেন উৎপাদন কেন্দ্র ও নতুন অফিস ভবনের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন: রাজ্যে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন এবং কৃত্রিম প্রজনন পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার রাধাকিশোর নগরে একটি আধুনিক লিকুইড নাইট্রোজেন উৎপাদন কেন্দ্র এবং তৎসংলগ্ন নবনির্মিত অফিস ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রাণিসম্পদ বিকাশ, মৎস্য ও তপশিলি জাতি উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন পরিষেবার গুণগত মান ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে লিকুইড নাইট্রোজেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উন্নতমানের হিমায়িত বীর্য সংরক্ষণ এবং গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সময়মতো কৃত্রিম প্রজনন পরিষেবা পৌঁছে দিতে নিরবচ্ছিন্ন লিকুইড নাইট্রোজেন সরবরাহ অপরিহার্য।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যে গাভীর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম ক্রমশ সম্প্রসারিত হওয়ায় হিমায়িত বীর্যের চাহিদাও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই চাহিদা পূরণ এবং পরিষেবাকে আরও গতিশীল করতে এই উৎপাদন কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মন্ত্রী জানান, এতদিন লিকুইড নাইট্রোজেনের জন্য বাইরের উৎসের উপর নির্ভর করতে হলেও নতুন এই উৎপাদন কেন্দ্র চালু হওয়ার ফলে রাজ্যের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি পরিষেবার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আরও সহজ হবে। এর ফলে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, বিধায়ক স্বপ্না দেববর্মা, প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি. নায়ারসহ দপ্তরের ঊর্ধতন আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। দপ্তরের কর্মকর্তাদের মতে, এই নতুন অবকাঠামো রাজ্যের প্রাণিসম্পদ খাতকে আরও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতির প্রতিবাদে ধর্মনগরে সিপিআই(এম)-এর বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ জুন: নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মঙ্গলবার ধর্মনগর শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করল সিপিআই(এম)। দলের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী ও সমর্থক অংশগ্রহণ করেন।

দুপুরে ধর্মনগর মহকুমা কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে। মিছিল চলাকালীন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতি, বেকারত্ব এবং সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে শহরের রাজপথ।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্যের দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষের পক্ষে সংসার চালানো দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। তারা অবিলম্বে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।

কর্মসূচি শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমিতাভ দত্ত বলেন, দ্রব্যমূল্যের লাগামছাড়া বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ, বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, অবিলম্বে মূল্যবৃদ্ধি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে এই আন্দোলন আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আকার ধারণ করবে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের নেতা অভিজিৎ দে, রতন রায়সহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যজুড়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যে ধারাবাহিক আন্দোলন চলছে, ধর্মনগরের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি তারই অংশ। সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই আন্দোলন আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলেও জানান সিপিআই(এম) নেতৃত্ব।

২.৭৭ কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার যুব কংগ্রেস নেতা, ব্যবসায়ীকে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগ

মঙ্গলুরু, ৯ জুন (আইএএনএস): কর্নাটকের মঙ্গলুরুতে এক চাঞ্চল্যকর তোলাবাজির মামলায় যুব কংগ্রেসের এক পদাধিকারী এবং তাঁর এক সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, এক ব্যবসায়ীকে ব্যক্তিগত আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও দেখিয়ে প্রায় দু'বছর ধরে ব্ল্যাকমেল করে মোট ২.৭৭ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম নিজাম এবং জিতেশ। নিজাম মঙ্গলুরু যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বলে দাবি করা হয়েছে। তদন্তকারীদের অভিযোগ, দু''জনে মিলে এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ীকে টার্গেট করে এই তোলাবাজির চক্র চালাতেন।

পুলিশের দাবি, ২০২৪ সালে প্রথমে জিতেশের সঙ্গে ওই ব্যবসায়ীর পরিচয় হয়। পরে তিনি ব্যবসায়ীকে ফাঁদে ফেলে তাঁর ব্যক্তিগত আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও স্ত্রীকে দেখিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। প্রথমে ৩৫ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। সামাজিক সম্মানহানির ভয়ে ব্যবসায়ী চেকের মাধ্যমে সেই টাকা পরিশোধ করেন বলে অভিযোগ।

তদন্তে জানা গিয়েছে, পরে ব্ল্যাকমেলের চাপ বাড়তে থাকায় ব্যবসায়ী সাহায্যের জন্য নিজামের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু অভিযোগ, সাহায্য করার পরিবর্তে নিজামও জিতেশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তোলাবাজির চক্রে যুক্ত হয়ে পড়েন।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, ব্যবসায়ীর উপর চাপ বাড়াতে অভিযুক্তরা একটি ভুয়ো আত্মহত্যার গল্পও তৈরি করে।

পাঁচ দফা দাবিতে শ্রম কমিশনারের কাছে ভারতীয় জনতা মজদুর সংঘের ডেপুটেশন

আগরতলা, ৯ জুন : ন্যায্য মজুরি, শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা এবং শ্রম অধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে মঙ্গলবার শ্রম কমিশনারের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে ভারতীয় জনতা মজদুর সংঘের অসংরক্ষিত শ্রমিকরা।

ডেপুটেশনে সংগঠনের পক্ষ থেকে পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে টিএফডিপিসি -র অন্তর্ভুক্ত অসংরক্ষিত শ্রমিকদের দৈনিক হাজিরা বৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় সরকারের বর্ধিত মজুরি কাঠামোর অনুকরণে রাজ্যেও স্কিলড ও আনস্কিলড শ্রমিকদের নতুন বেতনক্রম চালু, দীর্ঘ ১০ বছর কর্মরত অসংরক্ষিত শ্রমিকদের সরকারি সংরক্ষণের আওতায় আনা, রাজ্যের সকল অসংরক্ষিত শ্রমিকের মজুরি পুনর্মূল্যায়ন এবং প্রত্যেক শ্রমিককে লেবার কার্ড প্রদান।

সংগঠনের দাবি, বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির বাজারে বিদ্যমান মজুরিতে পরিবার চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই শ্রমিকদের স্বার্থে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানায় তারা।

আইজিডিসি ক্রেফল্যাট প্রকল্পের উদ্যোগে বেকার যুবকদের জন্য আবাসিক এলএমভি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন: গ্রামীণ এলাকার বেকার যুবকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে আইজিডিসি ক্রেফল্যাট প্রকল্পের উদ্যোগে ১৮০ ঘণ্টার আবাসিক লাইট মোটর ভেহিকেল (এলএমভি) ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির দ্বিতীয় ব্যাচের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার পশ্চিম ত্রিপুরার জিরানিয়াস্থিত ইনস্টিটিউট অব ড্রাইভিং ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ (আইডিটিআর)-এ এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

ত্রিপুরা সরকারের বন দপ্তরের অধীন পরিচালিত আইজিডিসি ক্রেফল্যাট প্রকল্পের আওতায় উত্তর ত্রিপুরার দামছড়া বনাঞ্চল সংলগ্ন প্রকল্পভুক্ত গ্রামগুলির বেকার যুবকদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। "যুব শক্তির ক্ষমতায়ন, দক্ষতার বিকাশ ও আগামীর পথে অগ্রযাত্রা" এই মূল ভাবনাকে সামনে রেখেই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় অতিথিদের ঐতিহ্যবাহী প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন আইজিডিসি ক্রেফল্যাট প্রকল্পের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক ও প্রকল্প পরিচালক এস. প্রভু (আইএফএস)। তিনি বলেন, দক্ষতা উন্নয়নমূলক এই ধরনের উদ্যোগ গ্রামীণ যুবকদের জন্য টেকসই জীবিকা ও কর্মসংস্থানের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।

অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য রাখতে গিয়ে ড. ভিনসেন্ট ডারলং, ডিসিটিএ, পিএমসি, আইজিডিসি, কর্মমুখী প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। পাশাপাশি একজন পেশাদার চালকের নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন থাকার ওপরও তিনি জোর দেন।

আইডিটিআর-এর অধ্যক্ষ কনোজ দেববর্মা প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক ও পেশাদার ড্রাইভিং দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথ সুগম হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কিল ডেভেলপমেন্ট বিভাগের পরিচালক প্রদীপ কৃষ্ণ রাজ (আইএএস)। তিনি যুবকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা জাইকা প্রকল্পের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক ও প্রকল্প পরিচালক ভানুমতী জি. (আইএফএস)। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ভবিষ্যতের কর্মজীবনে সফল হওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রধান বন সংরক্ষক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন) ড. ডব্লিউ. ভুটিয়া (আইএফএস) তাঁর বক্তব্যে কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিক দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং যুবসমাজকে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আইজিডিসি ক্রেফল্যাট প্রকল্পের সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার তীর্থঙ্কর মজুমদার।

এদিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'টেকনোলজি শোকেস'। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আধুনিক সিমুলেটর কক্ষ পরিদর্শন এবং আইডিটিআর-এর উন্নত প্রশিক্ষণ পরিকাঠামোর সরাসরি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

১৮০ ঘণ্টার আবাসিক এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা লাইট মোটর ভেহিকেল চালনা, সড়ক নিরাপত্তা, ট্রাফিক আইন, যানবাহনের প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং সিমুলেটরভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, বন দপ্তর ও আইজিডিসি ক্রেফল্যাট প্রকল্পের এই উদ্যোগ গ্রামীণ জীবিকা উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

খুমুলং - এ টিটিএএডিসি এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন: খুমুলং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিংয়ে টিটিএএডিসি এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন অবকাঠামোগত ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন টিটিএএডিসি-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য এবং কার্যনির্বাহী সদস্য চন্দ্র কুমার জমাতিয়া। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও প্রকৌশলীরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি, কাজের গুণগত মান বজায় রাখা এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পগুলির দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সভায় জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন, আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণ এবং সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। একটি উন্নত, আত্মনির্ভর ও সমৃদ্ধ টিটিএএডিসি গড়ে তোলার মাধ্যমে 'বিকশিত ত্রিপুরা'-র লক্ষ্য বাস্তবায়নে রাজ্য সরকার ও টিটিএএডিসি সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলেও বৈঠকে উল্লেখ করা হয়।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুফল যাতে দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছায়, সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে আরও সমন্বিত ও দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে হবে। তিনি উন্নয়নমূলক কাজের গতি বজায় রাখার পাশাপাশি গুণগত মান নিশ্চিত করার ওপরও বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

শহীদ বীরসা মুন্ডার ১২৭তম স্মরণ দিবস পালন করল জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি

আগরতলা, ৯ জুন: মহান আদিবাসী নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরসা মুন্ডা-র ১২৭তম স্মরণ দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার আগরতলার কর্নেল চৌমুহনীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সারা ভারত জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি।

এদিন সংগঠনের সদস্যরা শহীদ বীরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বক্তারা বলেন, উলগুলান আন্দোলনের মাধ্যমে বীরসা মুন্ডা ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তিনি অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চেতনাকে জাগ্রত করে আদিবাসী সমাজকে তাদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

স্মরণসভায় বক্তারা আরও বলেন, বীরসা মুন্ডা শুধুমাত্র একজন সংগ্রামী নেতা নন, তিনি আদিবাসী গৌরব, দেশপ্রেম ও সাংস্কৃতিক চেতনার এক অমর প্রতীক। তাঁর আত্মত্যাগ, আদর্শ ও সংগ্রামের ইতিহাস আজও দেশের কোটি কোটি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাঁর জীবন ও আদর্শ তুলে ধরার পাশাপাশি আদিবাসী সমাজের অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান বক্তারা।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও সদস্যদের পাশাপাশি সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। স্মরণ দিবস উপলক্ষে বীরসা মুন্ডার জীবনাদর্শ ও সংগ্রামের তাৎপর্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা উদয়পুর শাখা ও সৎসঙ্গ কেন্দ্র কাঁকড়াবনের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ জুন: হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা উদয়পুর শাখা ও সৎসঙ্গ কেন্দ্র কাঁকড়াবনের উদ্যোগে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কাঁকড়াবন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা উদয়পুর শাখার সম্পাদক পার্থ প্রতিম সাহা, সৎসঙ্গ কাঁকড়াবন কেন্দ্রের পক্ষে লক্ষন চন্দ্র দে, কাঁকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান,ভাইস চেয়ারম্যান সহ এলাকার প্রধান উপপ্রধান সহ অন্যান্যরা ছিলেন উপস্থিত। স্বাস্থ্য শিবিরে ই সি সি, সুগার,প্রেসার, হেপাটাইটিস বি ও সি সহ বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়। স্বাস্থ্যশিবিরে মুখ্যমন্ত্রীর জন আরোগ্য যোজনায় ২৪ জনকে অন্তর ভুক্ত করে তাদের হাতে কার্ড তোলে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে কয়েকশ রোগীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিসেবা দেবার জন্য বিধায়ক উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করে বলেন আগামী দিনও প্রত্যন্ত এলাকার তারা যেন স্বাস্থ্য পরিষেবা গরীব অংশে মানুষদের কাছে গিয়ে এরকম পরিষেবা দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করেছেন।

তিনি এও বলেন, রাজ্যে স্বাস্থ্যপরিসেবা অনেক উন্নত হয়েছে। এখন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে জেলাস্তরে কিংবা জেলা থেকে রাজ্যে রেফারেল হাসপাতালে রেফার কে অনেক কমে গেছে তেমনি রাজ্য থেকে বাইরে গিয়ে চিকিৎসার প্রবণতা অনেকটা কমে এসেছে কারণ রাজ্য সরকার এই রাজ্যেই প্রধান হাসপাতাল গুলিতে পরিষেবার মান উন্নত থেকে উন্নত স্তরে নিয়ে গেছে। আগামী দিনও আরো স্বাস্থ্যপরিসেবা অনেকটা উন্নত করার পরিকল্পনা নিয়ে রাজ্য সরকার এগিয়ে যাচ্ছে।

রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের কাছে বিধায়ক আহবান দেখেছেন রাজ্যকে উন্নত থেকে আরো উন্নতস্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন। এলাকায় এই স্বাস্থ্যপরিসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এলাকার সমস্ত মানুষের মানুষ অভিনন্দন জানিয়েছেন উদ্যোক্তাদের। শিবিরে গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সর্বতোভাবে সাহায্য করা সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দক্ষিণ ত্রিপুরায় মেগা

● আটের পাতার পর

বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নভোজ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সরেজমিনে মূল্যায়ন করেন। জেলাশাসক রান্নার কর্মী ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পরিচ্ছন্নতা ও খাদ্যের পুষ্টিমান বজায় রাখার জন্য নির্দেশ দেন। পরিদর্শনের সময় জেলাশাসকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কালেক্টর অঙ্কিত পাণ্ডে, জেলা শিক্ষা আধিকারিক (ডিইও) দিলীপ চন্দ্র দাস, বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ।

পরিদর্শনকালে জেলাশাসক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাদের শিক্ষাগত দক্ষতা মূল্যায়ন করেন। পাশাপাশি শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষার মান ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেন এবং অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। জেলাশাসকের নির্দেশে বিলোনীয়া, সাক্রম ও শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসকগণ এবং বিভিন্ন ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকগণ নিজ নিজ এলাকার একাধিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে শিক্ষার ধারাবাহিক মানোন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি ব্যবস্থাও চালু করা হচ্ছে। আগামীদিনে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত অগ্রগতি এবং শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা অনলাইন পোর্টাল ও আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির মাধ্যমে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে, যাতে প্রাতিষ্ঠানিক উদাসীনতা ও দুর্বলতা দূর করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব

● আটের পাতার পর

প্রসূতিগত জটিলতা। গত এক দশকে এই কর্মসূচি দেশের মাতৃস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে। ২০১৪-১৬ সময়কালে যেখানে ভারতে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল প্রতি এক লক্ষ জীবিত জন্মে ১৩০, সেখানে ২০২২-২৪ সময়কালে তা কমে ৮৭-এ নেমে এসেছে। একই সঙ্গে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা শনাক্তকরণের হার ৫.৮৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২২.২০ শতাংশে পৌঁছেছে।

ত্রিপুরা রাজ্যেও নিয়মিত পিএমএসএমএ কার্যক্রমের মাধ্যমে গর্ভবতী মহিলাদের পরিষেবা প্রদান, ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা শনাক্তকরণ এবং নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে।

সোনামুড়া জেলা কংগ্রেসের নতুন

● আটের পাতার পর

"সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করে তোলাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। দলের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে মজবুত করার পাশাপাশি আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সোনামুড়া মহকুমার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রেই কংগ্রেসকে জয়ী করার লক্ষ্যে কাজ করা হবে।"

তিনি আরও বলেন, সাধারণ মানুষের সমস্যা ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে সামনে রেখে কংগ্রেস আগামী দিনে আন্দোলন ও সাংগঠনিক কর্মসূচি আরও জোরদার করবে। নবনিযুক্ত সভাপতিকে ঘিরে দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দও তাঁর নেতৃত্বে জেলা কংগ্রেস সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পরিবারের অনুপস্থিতির সুযোগে

● আটের পাতার পর

দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে কষ্টার্জিত অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। জমি কেনার স্বপ্ন নিয়ে সেই অর্থ ঘরে রাখা হলেও এক নিমেষে সবকিছু হারিয়ে গেছে। ঘটনার পর পরিবারটি গভীর মানসিক আঘাতের মধ্যে রয়েছে। এদিকে, ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন। পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে সংবাদ লেখা পর্যন্ত চুরি যাওয়া নগদ অর্থ বা গয়না উদ্ধারের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটন এবং অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 10-06-2026, 01:11

াঙ্গন

আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে টিএফএ-র লংতরাই সি ডিভিশন ফুটবল লীগ আসর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ)-এর উদ্যোগে এবং জনপ্রিয় 'লংতরাই' ব্র্যান্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় আগামী ১০ই জুন থেকে শুরু হতে যাচ্ছে 'লংতরাই সি ডিভিশন ফুটবল লীগ'। আজ বিকেলে টিএফএ কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ও চূড়ান্ত সূচি প্রকাশ করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন টিএফএ-এর সচিব অমিত চৌধুরী, লংতরাই ব্র্যান্ডের জেনারেল ম্যানেজার সুব্রত দেবনাথ এবং ম্যানেজার জয়ব্রত দেবনাথ সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। কর্মকর্তারা জানান, আগামীকাল থেকে শুরু হয়ে এই লিগ চলবে ১লা জুলাই পর্যন্ত। টুর্নামেন্টের সবকটি ম্যাচই আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন দুটি ম্যাচ। প্রথমটি বেলা দেড়টায় অপরটি বিকেল তিনটায় শুরু হবে। এবারের প্রতিযোগিতায় মোট ১৪টি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ 'এ'-তে রয়েছে ইউনাইটেড বিএসটি, উমাকান্ত কোচিং সেন্টার, পান্তই স্পোর্টিং সোসাইটি, ভারত রত্ন সংঘ, এডিসি, কদমতলী যুব সংস্থা এবং সিমনা তামাকারি এফসি। অন্যদিকে গ্রুপ 'বি'-তে স্থান পেয়েছে সবুজ সংঘ, সাই এসটিসি, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশব সংঘ, ইকফাই ইউনিভার্সিটি এফসি, ইয়ুথ ক্লাব এবং জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। সূচি অনুযায়ী, ১০ই জুন উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে গ্রুপ 'এ'-র দুই দল ইউনাইটেড বিএসটি এবং উমাকান্ত কোচিং সেন্টার। খেলা হবে বিকেল তিনটায়। এর ঠিক পরের দিন অর্থাৎ ১১ই জুন বেলা দেড়টায় গ্রুপ এ-র দ্বিতীয় ম্যাচ পান্তয় স্পোর্টিং সোসাইটি খেলবে ভারতরত্ন সংঘের বিরুদ্ধে। বিকেল তিনটায় গ্রুপ 'বি'-র প্রথম ম্যাচে সবুজ সংঘের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে সাই এসটিসি। খেলার নিয়মাবলী ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পর্কে টিএফএ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুটি গ্রুপ থেকে শীর্ষস্থানীয় দুটি করে মোট চারটি দলকে নিয়ে 'সুপার লিগ' অনুষ্ঠিত হবে। সুপার লিগের মোট ছয়টি ম্যাচের পর পয়েন্ট তালিকার ভিত্তিতে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দল নির্ধারণ করা হবে। এদিকে, টুর্নামেন্টকে ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। আগামীকাল উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন টিআইডিসি-র চেয়ারম্যান নবাদল বণিক। টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক কিক-অফ করবেন রাজ্যের প্রাক্তন কৃতি ফুটবলার সুজিত শুক্ল দাস। এ ছাড়া উদ্বোধনী পর্বে টিএফএ-এর সভাপতি, সহ-সভাপতি, সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন।

বিশেষ ক্রীড়া প্রশিক্ষণ শিবির সম্পন্ন শেষ দিনে উপস্থিত ক্রীড়ামন্ত্রী সহ বিশিষ্টরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।।রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিভাদের মানোন্নয়ন ও সঠিক দিশা দেখানোর লক্ষ্যে গত ১লা জুন থেকে শুরু হওয়া বিশেষ ক্রীড়া প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটলো। অ্যাথলেটিক্স, জুডো, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, ফুটবল, ভলিবল, খো-খো, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, যোগব্যায়াম এবং ভারোত্তোলন এই ১২টি ভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টে বাছাইকৃত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের নিয়ে ১০ দিনের এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই বিশেষ ক্যাম্প থেকে রাজ্যের ৫ শতাধিক শিক্ষার্থী ও উদীয়মান ক্রীড়াবিদ নানামুখী কারিগরি ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করেছেন, যা আগামী দিনে তাদের মাঠের লড়াইয়ে আরও সমৃদ্ধ করবে।১০ দিনের এই দীর্ঘ প্রশিক্ষণে খেলোয়াড়দের শারীরিক দক্ষতার পাশাপাশি মানসিক একাগ্রতা ও সুস্থতা বজায় রাখার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। শিবিরের অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত দুই দিনের বিশেষ ধ্যান বা মেডিটেশন কোর্সটি খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। মনকে শান্ত ও নিয়মতান্ত্রিক করার এই বিশেষ ধ্যান পর্বটি পরিচালনা করেন ব্রহ্মকুমারীজ-এর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ডা. জ্যোতিশ্বর সেন, বিকে প্রিয়লাল সাহা, বিকে গৌরী বহিনজী এবং বিকে স্বপ্না বহিনজী। প্রথিতযশা প্রশিক্ষক ও ক্রীড়াবিদদের কাছ থেকে কারিগরি পরামর্শ এবং অভিজ্ঞ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বদের সান্নিধ্যে মানসিক শক্তির পাঠ পেয়ে অংশগ্রহণকারী তরুণ খেলোয়াড়রা স্বভাবতই ভীষণ উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত।এই বিশেষ ক্রীড়া শিবিরের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। এ ছাড়া সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ এবং কোচিং কমিটির চেয়ারম্যান তপন ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডারলং, পশ্চিম জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত জিলা সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, সাই সেন্টার প্রধান তথা প্রখ্যাত কোচ আশিস কর সহ বিভিন্ন ইভেন্টের প্রশিক্ষক ও বিপুল সংখ্যক ক্রীড়াপ্রেমী।

পাত্তা পাবে না মেসি-রোনাল্ডোর দল! বিশ্বকাপের সবচেয়ে দামি স্কোয়াড কারা?

ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা বা মূল্যে লিওনেল মেসি কিংবা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো আলোচনায় থাকলেও, পুরো স্কোয়াডের সম্মিলিত মূল্যে ৪৭টি দেশকে পিছনে ফেলেছে কিলিয়ান এমবাপের দেশ। শুনতে অবাক লাগলেও 'ইহাই সত্য'। ট্রান্সফারমার্কেট সূত্রে এমনই দেখা যাচ্ছে। প্রশ্ন হল, ফুটবলারদের বাজারমূল্য অনুসারে তালিকায় আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল বা পর্তুগাল কোথায়?

বিশ্বকাপের মঞ্চে নামার আগেই আলোচনায় ফ্রান্স। 'লেস ব্লুস' যেন এক ধনভাণ্ডার। তাদের মোট বাজারমূল্য প্রায় ১.৬৭ বিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ প্রায় ১৫, ৯৬৭ কোটি টাকা। এই তারকাখচিত দলের সবচেয়ে দামি রত্ন কিলিয়ান এমবাপে। যাঁর একক মূল্যই প্রায় ২,২২০ কোটি টাকা। তাই মাঠে নামার আগে থেকেই তারা ভয় জাগায় প্রতিপক্ষের মনে। এটাই তাদের শক্তির বড় পরিচয়। এবারের বিশ্বকাপে তারা অন্যতম ফেভারিট।

বিশ্বকাপের দলগুলোর বাজারমূল্যে দ্বিতীয় স্থানে আছে ইংল্যান্ড। হ্যারি কেন ও জুড বেলিংহ্যামদের নিয়ে গড়া এই দলের মোট মূল্য প্রায় ১.৪৩ বিলিয়ন ডলার, যা প্রায় ১৩,৬৭৯ কোটি টাকা। দলের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় বেলিংহ্যাম, যার মূল্য প্রায় ১,৫৫৪ কোটি টাকা। তরুণ আর অভিজ্ঞদের মিশেলে ইংল্যান্ডও শক্তিশালী দল হিসেবে বিশ্বকাপে বড় আশা নিয়ে মাঠে নামে।

দামি দলের তালিকায় তৃতীয় স্থানে স্পেন। এরপর রয়েছে পর্তুগাল ও জার্মানি। স্পেনের স্কোয়াডের মোট মূল্য প্রায় ১.৩৭ বিলিয়ন ডলার, পর্তুগালের ১.১১ বিলিয়ন এবং জার্মানির ১.০৯ বিলিয়ন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় তা দাঁড়ায় প্রায় ১৩,১০০ কোটি, ১০,৬১৪ কোটি ও ১০, ৪২৪ কোটি টাকা। তিন দলই তারুণ্য আর অভিজ্ঞতায় ভরপুর, বিশ্বকাপে বড় স্বপ্ন নিয়ে তারা মাঠে নামবে।

বিশ্বকাপের ধনী দলের তালিকায় ষষ্ঠ ব্রাজিল। এরপর সপ্তমে নেদারল্যান্ডস। আর অষ্টমে গত বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা। ব্রাজিলের মূল্য প্রায় ৯৯৪.১ মিলিয়ন ডলার, আর্জেন্টিনার ৮৯১.১ মিলিয়ন এবং নেদারল্যান্ডসের ৯১২.৫ মিলিয়ন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যথাক্রমে ৯,৫০৫ কোটি, ৮, ৭২৫ কোটি ও ৮,৫২২ কোটি টাকা। তিন দলই ইতিহাস আর তারুণ্যে ভরপুর, বিশ্বকাপে নতুন গল্প লিখতে প্রস্তুত।

বিশ্বকাপের সবচেয়ে দামি দলগুলোর তালিকায় প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছে নরওয়ে ও বেলজিয়াম। নরওয়ের স্কোয়াডের মূল্য প্রায় ৬৫৫.১ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ ৬,২৬৪ কোটি টাকা। অন্যদিকে বেলজিয়ামের মূল্য ৫৯১.৮ মিলিয়ন ডলার, যা প্রায় ৫,৫৮৭ কোটি টাকা। দুই দলই তারকা সমৃদ্ধ। তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার মিশেলে তারা বিশ্বকাপে বড় চমক দেখাতে পারে বলে।

তিন আয়োজক দেশের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাদের মোট মূল্য প্রায় ৪,২০০ কোটি টাকা, যা তাদের ১৮তম স্থানে রেখেছে। কানাডা রয়েছে ২৬তম স্থানে। দলের মূল্য প্রায় ২,২৫৪ কোটি টাকা। মেক্সিকো ২৭তম স্থানে, তাদের স্কোয়াডের মূল্য প্রায় ২,১৬০ কোটি টাকা।

এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দামি দল জাপান। তারা ২২তম স্থানে রয়েছে। মোট মূল্য প্রায় ৩,০৯৬ কোটি টাকা। দক্ষিণ কোরিয়া ৩৩তম স্থানে, তাদের মূল্য প্রায় ১,৫৮০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, এবারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে কম বাজারমূল্যের দল জর্ডন। তাদের পুরো স্কোয়াডের মূল্য মাত্র প্রায় ২১৭ কোটি টাকা। পেশাদার ফুটবলারদের জীবনটা বোধ হয় এমনইএক চরম টানাপোড়েনের গল্প।

একদিকে দেশের জার্সিতে বিশ্বমঞ্চের ডাক, অন্যদিকে জীবনের সবচেয়ে মধুর মুহূর্তের হাতছানি। দক্ষিণ কোরিয়ার গোলরক্ষক কিম সেউং-গিউকে বেছে নিতে হয়েছিল প্রথমটিই। নিজের ক্যারিয়ারের চতুর্থ বিশ্বকাপ রাঙানোর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে এখন ব্যস্ত কিম সেউং-গিউ। কিন্তু এর জন্য তাঁকে দিতে হয়েছে এক বড় মূল্য। নিজের প্রথম সন্তানের জন্মের অসামান্য মুহূর্তে স্ত্রীর পাশে থাকা হয়নি তাঁর। জন্ম নিয়েছে ফুটফুটে এক কন্যাসন্তান। অথচ বাবা তখন হাজার মাইল দূরে, মেক্সিকোতে বিশ্বকাপের বেজক্যাম্পে।

আগামী বৃহস্পতিবার বিশ্বকাপের উদ্বোধনী দিনেই মাঠে নামছে দক্ষিণ কোরিয়া, প্রতিপক্ষ চেক প্রজাতন্ত্র। গ্রুপে দক্ষিণ কোরিয়ার বাকি দুই প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা ও সহ-আয়োজক মেক্সিকো। কোরিয়ানদের গোলপোস্টের নিচে দাঁড়ানোর জোর সম্ভাবনা ৩৫ বছর বয়সী এই অভিজ্ঞ গোল প্রহরীর। কিন্তু দেশের হয়ে ৮৬টি ম্যাচ খেলা কিমের মনটা তো পড়ে আছে অন্য খানে। মেক্সিকোতে দলের বেজক্যাম্পে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, 'সন্তানের জন্মের সময় আমি স্ত্রীর পাশে থাকতে পারিনি, এর জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। আমি এখান থেকে (বিশ্বকাপ) দেশের জন্য দারুণ কিছু অর্জন উপহার হিসেবে নিয়ে বাড়ি ফিরতে চাই।'

জাপানের ক্লাব এফসি টোকিওতে খেলা এই অভিজ্ঞ গোলরক্ষককে নিয়ে বেশ আশাবাদী কোরিয়া। দক্ষিণ কোরিয়ার বার্তা সংস্থা 'ইয়োনহাপ' এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, কোচ হংক মিয়ুং-বোর প্রথম পছন্দ হিসেবে জো হিয়ন-উকে টপকে একাদশে কিমের সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি।বয়স ৩৫ চলেছে কিমের। ফুটবলারদের জন্য এই বয়স মানেই ক্যারিয়ারের গোধূলিলগ্ন। কিম নিজেও খুব ভালো করে জানেন, এটাই তাঁর শেষ সুযোগ। ইয়োনহাপকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আমি অতীতে প্রতিটি বিশ্বকাপেই এই ভেবে খেলেছি যে এটাই হয়তো আমার শেষ বিশ্বকাপ। তবে এখন আমার যা বয়স, তাতে এই বিশ্বকাপটা সত্যিই আমার শেষ বলে মনে হচ্ছে।' পেশাদারত্বের খাতিরে প্রথম সন্তানের কান্নার প্রথম শব্দটা মুঠোফোনের ওপার থেকেই শুনতে হয়েছে কিমকে। তবে মাঠের লড়াইয়ে কিম যদি নিজের সেরাটা দিয়ে দক্ষিণ কোরিয়াকে এনে দিতে পারেন কোনো অবিশ্বাস্য সাফল্য, তবে বাড়ি ফেরার পর সেটাই হতে পারে তাঁর সদ্যোজাত কন্যার জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার।

অনূর্ধ-১৩ রাজ্য ক্রিকেটের ২টি সেমিফাইনাল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।।দুটি সেমি ফাইনাল ম্যাচ আজ। অনূর্ধ ১৩ ছোটদের রাজ্য ক্রিকেটে। রানীরবাজার স্কুল মাঠে সদর " এ " খেলবে ধর্মনগর মহকুমার বিরুদ্ধে এবং মালাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে সদর " বি " খেলবে উদয়পুর মহকুমার বিরুদ্ধে। বৃষ্টির জন্য ৪ দলই মঙ্গলবার প্রস্তুতি করতে পারেনি। আজ ফেভারিট হিসেবেই মাঠে নামবে সদর " এ " এবং উদয়পুর মহকুমা।এদিন দুপুর থেকেই প্রায় সারা রাজ্যে মুসল ধারে বৃষ্টি হয়েছে। আজ ও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।ফলে ৪ দলের দুশ্চিন্তা আবহাওয়াকে নিয়ে। আজ খেলা না হলে রিজার্ভ ডে হিসাবে রাখা হয়েছে বৃহস্পতিবার। চার দলের ক্রিকেটাররাই ফাইনালে খেলার স্বপ্নে বিভোর।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটের চারটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। প্রথম জয়ের লক্ষ্যে আজ মাঠে নামবে জি বি প্লে সেন্টার এবং রয়েল কোচিং সেন্টার। প্রথম দল ৫ ম্যাচ খেলে এবং শেষের দল ৪ ম্যাচ খেলে এখনও পয়েন্টের মুখ দেখেনি। নরসিংগড় টি আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচটি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের সীমিত ওভারের ক্রিকেটে।একদিন বন্ধ থাকার পর বুধবার হবে আসরের ৪ টি ম্যাচ। মোহনপুরের তালতলা স্কুল মাঠে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার খেলবে ক্রিকেট অনুরাগীর বিরুদ্ধে, এম বি বি স্টেডিয়ামে কর্নেল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার খেলবে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের বিরুদ্ধে এবং পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে ব্রাইট ক্লাব খেলবে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমির বিরুদ্ধে। আজ ফেভারিট হিসেবেই মাঠে নামবে ক্রিকেট অনুরাগী, কর্নেল, জি বি এবং মডার্ন ক্রিকেট একাডেমি বলে মনে করছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

স্কুল ক্রিকেটে ফের বৃষ্টির থাবা, পরিত্যক্ত ৪টি ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।।আবারও বৃষ্টির থাবা। সদর স্কুল ক্রিকেটে। বৃষ্টির জন্য মঙ্গলবার ৪ টি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। এর মধ্যে সকলের দুটি ম্যাচ মাঝ পথে বন্ধ হয়ে যায়। আমতলী স্কুল এবং নীপকো মাঠে ছিল ৪ টি ম্যাচ এদিন। নীপকো মাঠে এদিন সকালে মুখোমুখি হয়েছিল শিশু বিহার স্কুল এবং ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির। সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে শিশু বিহার স্কুল ১৬১ রান করে। দলের পক্ষে উজ্জয়ন বর্মন সকলের নজর কেড়ে নেয়। উজ্জায়ন ৩৭ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ৯ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৯২ রানের ঝড়ো ইনিংস উপহার দেয়। এছাড়া রেজুয়ান হক ২১ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৯ রান। ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের পক্ষে অয়ন রায় ২০ রানে ৩ টি এবং অনুজ গোপ ১৭ রানে ২ টি উইকেট দখল করে। এর পরই শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। ফলে আর খেলা শুরু করা সম্ভব হয়নি। একই মাঠে বিকেলে প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দির ও আনন্দ নগর স্কুলের ম্যাচটি বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হয়। আমতলী স্কুল মাঠে দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল হেনরি ডিরোজিও একাডেমি এবং রামনগর স্কুল। সকালে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে হেনরি ডিরোজিও একাডেমি ৪ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৫৬ রান করার শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। এর পর আর খেলা শুরু করা সম্ভব হয়নি। দলের পক্ষে রাজদীপ দেবনাথ ১১ বল খেলে ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ রান করে। দুপুরে দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন এবং উমাকান্ত একাডেমি। বৃষ্টির জন্য খেলা হয়নি। আট দলকেই ২ পয়েন্ট করে দেওয়া হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি বয়সের দল পানামা

ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে উত্তেজনা শুরু হয়ে গিয়েছে। এ বার সবচেয়ে বড়, ৪৮টি দেশের বিশ্বকাপ হচ্ছে। ম্যাঞ্চেস্টার সিটি এ বার প্রিমিয়ার লিগ জেতেনি ঠিকই। তবে সেই দলের ১৯ জন ফুটবলার ১২টি দেশের হয়ে বিশ্বকাপে খেলতে চলেছেন। জার্মানি, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং স্পেনের লিগের চ্যাম্পিয়ন দলগুলির প্রতিনিধিত্ব রয়েছে এর পরেই। যেমন আর্সেনালের ১৬ জন ফুটবলার প্রতিনিধিত্ব করবেন ১০টি দেশের। সিরি এ চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মিলানের সাত জন ফুটবলার খেলবেন বিশ্বকাপে। তবে ইটালি বিশ্বকাপে না থাকায় তাদের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা অনেকটাই কম। সিটির ১৯ জন বাদে, বায়ার্ন মিউনিখের ১৮, আর্সেনালের ১৬, প্যারিস সঁ জরমেঁর ১৫ এবং বার্সেলোনার ১৪ জন ফুটবলার খেলবেন বিশ্বকাপে।

প্রিমিয়ার লিগে ২০টি ক্লাব খেলে। তবে ১২ জন ফুটবলার এমন একটি ক্লাবের হয়ে খেলেন, যারা শেষ করেছে ১৫তম স্থানে। তারা ক্রিস্টাল প্যালেস। তাদের থেকে বেশি ফুটবলার রয়েছে শুধু আর্সেনাল, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি এবং ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। চেলসি এবং লিভারপুলের (১১) সমান প্রতিনিধিত্ব থাকছে অখ্যাত ক্লাব সান্ডারল্যান্ডের। সবচেয়ে কম লিডসের (৪)।

ইউরোপের পাঁচটি সেরা লিগ হল ফ্রান্সের লিগ ওয়ান, ইটালির সিরি এ, ইংল্যান্ডের প্রিমিয়ার লিগ, স্পেনের লা লিগা এবং জার্মানির বুন্দেশলিগা। এর মধ্যে একমাত্র স্পেন দলের সব ফুটবলার এই পাঁচটি লিগের কোনও না কোনওটিতে খেলেন। ইংল্যান্ড যেমন সৌদি আরবের আল আহলিতে খেলা ইভান টনিকে দলে রেখেছে। জার্মানি রেখেছে তুরস্কের গালাতাসারে-তে খেলা লেরয় সানেকে। ফ্রান্স রেখেছে আল হিলালের থিয়ো হের্নান্দেজ এবং ফেনেরবাচের এনগোলো কান্তেকে।

সুইৎজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস এবং বেলজিয়ামের বেশির ভাগ ফুটবলার খেলেন ইউরোপের প্রথম সারির লিগে। ইউরোপের বাইরে একমাত্র আর্জেন্টিনা এবং সেনেগালের ফুটবলারেরা খেলেন ইউরোপের প্রথম সারির লিগে। কুরাসাও, ইরান, ইরাক এবং কাতারের দলের কেউ ইউরোপের প্রথম পাঁচটি লিগে খেলেন না। ইরাকের ফরোয়ার্ড আলি জাসিম যদিও আদতে ইটালির কোমো ক্লাবের ফুটবলার। কিন্তু তিনি লোনে বেশির ভাগ সময়ই কাটিয়েছেন সৌদি আরবের আল-নাজমাতে। ব্রাজিলের এমন অনেক ফুটবলার রয়েছেন যাঁরা ইউরোপের সেরা পাঁচটি লিগের কোনওটিতে খেলেন না।

গ্রুপ পর্বে ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষ পানামা। তারা সবচেয়ে বেশি বয়সের দল নিয়ে বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছে। ইরান এবং কলম্বিয়ার গড় বয়সও ৩০-এর বেশি। ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলোত্তিও ভরসা রেখেছেন অভিজ্ঞ নেমার, দানিলো, কাসেমিরোর (সকলের ৩৪ বছর) উপরে। পানামার গড় বয়স ৩০ বছর ১৫৫ দিন। এর পর রয়েছে ইরান (৩০ বছর ১২১ দিন) এবং কলম্বিয়া (৩০ বছর ৩২ দিন)। ব্রাজিলের গড় বয়স ২৯ বছর ৭৪ দিন।

স্কটল্যান্ডের গোলের নীচে দাঁড়াবেন ক্রেগ গর্ডন, বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার সময় যাঁর বয়স হবে ৪৩ বছর ১৬২ দিন। এর পরেই রয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, যাঁর বয়স হবে ৪১ বছর ১২৬ দিন। মেক্সিকোর গিলেরমো ওচোয়া (৪০ বছর ৩৩৩ দিন) এবং ক্রোয়েশিয়ার লুকা মদ্রিচও (৪০ বছ ২৭৫ দিন) পিছিয়ে থাকবেন না।

আইভরি কোস্ট (২৫ বছর ৩১০ দিন) খেলতে নামবে সবচেয়ে কম বয়সি দল নিয়ে। তাঁদের দুই তারকা ফুটবলার ইয়ান দিয়োমান্দে (১৯) এবং বাজুমানা তুরে (২০) তরুণ প্রতিভা। মরক্কো (২৬ বছর ১৪৪ দিন) এবং স্পেনেরও (২৬ বছর ২৭৩ দিন) তরুণ দল বিশ্বকাপে খেলবে। তালিকায় চমক বসনিয়া (২৬ বছর ১৫৪ দিন)।

মেক্সিকোয় যেমন ৪০ বছরের ওচোয়ো খেলছেন, তেমনই সবচেয়ে কমবয়সি ফুটবলারও সেই দেশেরই। ১৭ বছর ২৪০ দিন বয়সে খেলবেন গিলবার্তো মোরা। এ ছাড়া চেকিয়ার হুগো সোচুরেক রয়েছেন। জার্মানিক লেনার্ত কার্ল, সেনেগালের ইব্রাহিম এমবায়ে সবে ১৮ পেরিয়েছেন।

বিশ্বকাপের আঁচ নেই যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার যে তিন শহরে

চারদিকে বিশ্বকাপ নিয়ে উন্মাদনা। বিশ্বমঞ্চে ফুটবলারদের পায়ের জাদুতে বুঁদ হতে তৈরি কোটি কোটি দর্শক। কিন্তু এই ডামাডোলেও উত্তর আমেরিকার তিনটি বড় শহর একদম শান্ত। মন্টিয়ল, শিকাগো আর মিনিয়াপোলিসএই তিন শহরে বিশ্বকাপের কোনো উন্মাদনা নেই, নেই কোনো প্রস্তুতিও। কয়েক বছর আগে যখন ফিফা ম্যাচ আয়োজনের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল, এই তিন শহর তখন সোজাসুজি 'না' বলে দিয়েছিল। আজ যখন বিশ্বকাপের দামামা বাজছে, তখন এই তিন শহরের কর্তারা নিজেদের সিদ্ধান্তে একদম অটল। তাঁদের মনে কোনো আক্ষেপ নেই।এমনিতে কানাডার মন্টিয়ল খেলাধুলার জন্য পাগল শহর বলা যায়। কিন্তু ফিফার লোভনীয় প্রস্তাবের চেয়ে নিজেদের পকেটের হিসাব এবং পুরোনো ঐতিহ্যকে তারা বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। ১৯৭৬ সালের অলিম্পিক আয়োজন করে যে ঋণের জালে শহরটি পড়েছিল, তা শোধ করতেই লেগেছিল দীর্ঘ তিন দশক। সেই পুরোনো ক্ষত তারা আর তাজা করতে চায়নি।২০১৮ সালে মন্টিয়লে বিশ্বকাপ ম্যাচ আয়োজনের সম্ভাব্য খরচ ধরা হয়েছিল পাঁচ কোটি কানাডিয়ান ডলার। ২০২১ সালের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০ কোটি ৩০ লাখ ডলারে। কুইবেকের প্রাদেশিক সরকার তখনই এই রাজকীয় খরচ থেকে হাত ধুয়ে ফেলে। কুইবেকের বর্তমান পর্যটনমন্ত্রী আমেলি দিওন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'জনগণের অর্থের সঠিক ব্যবহারে আমাদের সরকার একটি দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আজ পেছনে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, সেটাই একদম সঠিক ছিল।' সাবেক পর্যটনমন্ত্রী ক্যারোলিন প্রুলু বলেছেন, ফিফা নাকি দাবি করেছিল, মন্টিয়ল অলিম্পিক স্টেডিয়ামে তাদের ভিআইপি অতিথিদের জন্য নতুন লিফট তৈরি করতে হবে এবং স্টেডিয়ামের ছাদটি এমন হতে হবে, যা খোলা ও বন্ধ করা যায়! এখানেই শেষ নয়, মে মাসের শেষ থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত শহরের প্রধান দুটি পাবলিক প্লেসপার্ক জঁ-দ্রাপো এবং ওল্ড পোর্ট সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে চেয়েছিল ফিফা। সেটি মেনে নিলে মন্টিয়লের লাইফলাইন—খ্যাত ফর্মুলা ওয়ান রেস, মন্টিয়ল ট্রায়াথলন এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় 'মন্টিয়ল জ্যাজ ফেস্টিভ্যাল' বন্ধ করে দিতে হতো। মন্টিয়ল সেসব প্রস্তাবে রাজি হয়নি।যেখানে ফর্মুলা ওয়ানের একটি রেস থেকেই মন্টিয়ল ৬ কোটি ৭৪ লাখ কানাডিয়ান ডলার আয় করে, সেখানে ফিফার অনিশ্চিত আশ্বাসে তারা কেন পা বাড়াবে? তাই বিশ্বকাপকে এক পাশে সরিয়ে মন্টিয়ল এবার মেতেছে জ্যাজ ফেস্টিভ্যালে। আর সেই সঙ্গে ধুমধাম করে উদ্যাপন করছে '৭৬ অলিম্পিকের ৫০ বছর পূর্তি। যেখানে 'নাদিয়া' নামের ৫০ জন ভাগ্যবতী নারী সুযোগ পাবেন জিমন্যাস্টিকসের কিংবদন্তি নাদিয়া কোমানেচির সঙ্গে দেখা করার !একইভাবে শিকাগো ও মিনিয়াপোলিসযুক্তরাষ্ট্রের এই দুই শহরও ২০১৮ সালে ফিফার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। কারণটা একই, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও ফিফার একগুঁয়েমি। মিনিয়াপোলিসের ক্রীড়া সংগঠক ম্যাট মুনিয়ের যেমনটি বলছিলেন, ২০১৮ সালে তাঁরা যখন সুপার বোল আয়োজন করেছিলেন, তার শতভাগ খরচ এসেছিল করপোরেট স্পনসরদের কাছ থেকে। কিন্তু বিশ্বকাপের জন্য যখন সেই স্পনসরদের কাছে গিয়ে বলা হলো, 'সুপার বোলের খরচের চেয়ে এবার কয়েক গুণ বেশি টাকা দিতে হবে,' তখন তারা সোজা জিজ্ঞেস করলেন, 'সরকারি অনুদান কোথায়?' কিন্তু শহর বা রাজ্য সরকারের কাছে তখন সেই তহবিল ছিল না। উপরন্তু স্টেডিয়ামের চারপাশে দুই মাস অন্য কোনো ইভেন্ট করা যাবে নাফিফার এমন কঠিন শর্ত মেনে নেওয়া মিনিয়াপোলিসের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তারা এবার বিশ্বকাপের সময় মেতেছে ডব্লুডব্লুই সামার স্ল্যাম আর স্পেশাল অলিম্পিকস নিয়ে।শিকাগোর গল্পটাও একই রকম। তৎকালীন মেয়র রাহম ইমানুয়েল সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, করদাতাদের টাকা নিয়ে জুয়া খেলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ফিফার আলোচনা করার কোনো মানসিকতাই ছিল না। তাই শিকাগো এবার তাদের ঐতিহ্যবাহী সোলজার ফিল্ড স্টেডিয়ামে ফিফার ফুটবল ম্যাচের বদলে মরগান ওয়ালেন, এড শিরান কিংবা কারোল জির মতো বিশ্বখ্যাত তারকাদের কনসার্ট দিয়ে স্টেডিয়ামের গ্যালারি ভরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উজবেকিস্তানের ফুটবল—ভক্তদের চেয়ে এড শিরানের ভক্তরা যে তাদের বেশি মুনাফা দেবে, তা শিকাগো ভালো করেই জানে !মন্টিয়ল মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার খেসারত দিতে হচ্ছে কানাডার বাকি দুই আয়োজক শহর টরন্টো ও ভ্যাঙ্কুভারকে। রেডিও-কানাডার অনুসন্ধান বলছে, টরন্টোর প্রাথমিক খরচ যেখানে ধরা হয়েছিল মাত্র ৪ কোটি ৫০ লাখ কানাডিয়ান ডলার, তা এখন এসে ঠেকেছে ৩৮ কোটি ডলারে! আর ভ্যাঙ্কুভারের খরচ ২৪ কোটি থেকে লাফিয়ে চলে গেছে ৬২ কোটি কানাডিয়ান ডলারে!তা ছাড়া ফিফা যেভাবে আয়োজক শহরগুলোর ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে, তাতে অনেক শহরই বিরক্ত। হিউস্টনের অ্যাস্ট্রোডোম কিংবা লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউটিউব থিয়েটারের মতো ব্যস্ত ভেন্যুগুলো মে মাসের মাঝামাঝি থেকে জুলাই পর্যন্ত একদম 'অন্ধকার' করে রাখতে বাধ্য করেছে ফিফা।সব ম্যাচের অর্থনৈতিক গুরুত্বও এক নয়। কানসাস সিটি যেখানে আর্জেন্টিনা বা নেদারল্যান্ডসের ম্যাচ পেয়ে হোটেলের ভাড়া আকাশচুম্বী করে ফেলেছে, সেখানে সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়া পড়েছে বিপাকে। জর্ডান, কাতার, আলজেরিয়া বা প্যারাগুয়ের মতো দলগুলোর ম্যাচ থাকায় সেখানে টিকিটের দাম তো কমছেই, হোটেলের রুমও খালি পড়ে আছে। এর ওপর আছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি ও ভিসা—জটিলতার ভয়। এত ঝামেলায় কে যেতে চায়!

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ত্রিপুরায় উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে কেন্দ্রের আরও সহযোগিতা চাইলেন কিশোর বর্মন, ধর্মেন্দ্র প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ

আগরতলা, ৯ জুন: ত্রিপুরায় উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করে। বৈঠকে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে প্রতিনিধি দল মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নবগঠিত সরকারি সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলির অধিভুক্তি (অ্যাফিলিয়েশন) সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে এবং দ্রুত সমাধানের আবেদন জানায়, যাতে শিক্ষাপ্রশাসন আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় এবং শিক্ষার্থীরা মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়।
এছাড়াও, রাজ্য উচ্চশিক্ষা পরিষদের চেয়ারম্যান নিয়োগের জন্য গঠিত সার্চ কমিটিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের একজন প্রতিনিধিকে মনোনীত করার অনুরোধ জানানো হয়।
বৈঠকে জাতীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি) ২০২০-এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকারি কলেজগুলিতে দক্ষতা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম চালু এবং সম্প্রসারণের বিষয়েও আলোচনা হয়। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান (আইআইটি) খড়গপুরের সহযোগিতায় বিভিন্ন কোর্স চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়, যাতে শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।
প্রতিনিধি দল ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্রুত নিয়মিত উপাচার্য নিয়োগের দাবিও জানায়। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী শীঘ্রই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আশ্বাস দেন।
এছাড়া রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দুটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় এবং চারটি নতুন ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক সহায়তার আবেদন জানানো হয়।
বৈঠকে ধর্মেন্দ্র প্রধান ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং রাজ্যের উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের ঘোষণা দেন। এই কমিটি উচ্চশিক্ষায় ভর্তির হার বৃদ্ধি, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ত্রিপুরাকে একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি রোডম্যাপ প্রস্তুত করবে।

রামঠাকুর কলেজে পরীক্ষা বিধিনিষেধ জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন: আগরতলার বাধারঘাটস্থিত রামঠাকুর কলেজে আগামীকাল থেকে ৩ বছরের ডিগ্রি এবং ইউজি-এনইপি পরীক্ষার দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ সেমিস্টারে পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষাগ্রহণের জন্য সদর মহকুমার মহকুমা শাসক ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারায় পরীক্ষা কেন্দ্রের ১০০ মিটার এলাকার মধ্যে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন।
মহকুমা শাসক আদেশে জানিয়েছেন প্রফেসর/ শিক্ষক/ ইনভেজিলেটরস দের পরিচয়পত্র, ছাত্রছাত্রীদের এডমিট কার্ড ছাড়া অন্য কাউকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। পরীক্ষা কেন্দ্র এলাকায় পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি সমবেত হতে পারবে না। নিরাপত্তারক্ষী ব্যাতীত পরীক্ষা কেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকার মধ্যে কেউ লাঠি জাতীয় অস্ত্র বহণ করতে পারবে না। মাইক্রোফোন বা স্বরবর্ধক যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না। ইট এবং ইটের টুকরো একজায়গায় জড়ো করা যাবে না। মহকুমা শাসকের এই আদেশ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ১০/০৬/২০২৬ থেকে ১২/০৬/২০২৬, ১৫/০৬/২০২৬ থেকে ২০/০৬/২০২৬, ২২/০৬/২০২৬ থেকে ২৫/০৬/২০২৬, ২৯/০৬/২০২৬ ও ৩০/০৬/২০২৬, ০১/০৭/২০২৬ থেকে ০৪/০৭/২০২৬, ০৬/০৭/২০২৬ এবং ০৭/০৭/২০২৬ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আদেশে জানানো হয়েছে আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভেঙ্গে পড়ল বিদ্যুতের টাওয়ারের গার্ডওয়াল

আগরতলা, ৯ জুন : উত্তর ত্রিপুরা জেলার পূর্ব চুড়াইবাড়ি গ্রামের একটি পরিবার মঙ্গলবার সকালে বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে একটি ১১ কেভি বিদ্যুৎ টাওয়ারের সুরক্ষা প্রাচীর (গার্ড ওয়াল) ধসে পড়ে একটি বসতবাড়ির উপর।
আজ সকালে ৯টার দিকে পূর্ব চুড়াইবাড়ি গ্রামের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে আনোয়ারা বেগমের বাড়িতে ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার সময় আনোয়ারা বেগম সকালবেলার গৃহস্থালির কাজ শেষ করে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প (এমজিএনআরইজিএ)-এর কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না।
ফলে বড় ধরনের প্রাণহানির ঘটনা এড়ানো সম্ভব হলেও প্রাচীর ধসে বাড়ির রান্নাঘর ও বাথরুম সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া টিনের ছাউনি ভেঙে যায় এবং বাড়ির কয়েকটি গৃহপালিত হাঁস-মুরগির মৃত্যু ঘটে। আনোয়ারা বেগম অভিযোগ করেন, বিদ্যুৎ টাওয়ারের পাদদেশে দীর্ঘদিন ধরে মাটি ক্ষয়ের সমস্যা থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি। তাঁর দাবি, অতীতেও টাওয়ারের কারণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং একাধিকবার পরিদর্শন করা হলেও স্থায়ী সমাধানের জন্য কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
তিনি বলেন, বারবার সমস্যার কথা জানানো হলেও সময়মতো কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এর ফলেই আজ আমাদের এত বড় ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি পঞ্চায়েত ও স্থানীয় প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণের আবেদন জানিয়েছে। এদিকে, এলাকাবাসীরাও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, বর্ষাকালে বিদ্যুৎ টাওয়ারগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই দ্রুত ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তারা।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দক্ষিণ ত্রিপুরায় মেগা স্কুল মনিটরিং অভিযান শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন: রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক মানোন্নয়ন ও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ অভিযান শুরু হয়েছে। এই অভিযানের অংশ হিসেবে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাশাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি., আজ বীরচন্দ্র মনু শহীদ স্মৃতি বিদ্যামন্দিরে আকস্মিক পরিদর্শন করেন। গতকাল মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকের পর এই জেলা-ব্যাপী অভিযান শুরু হয়। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সকল জেলাশাসক ও ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের বিদ্যালয় পরিদর্শন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি যাচাই, পাঠদানের মান মূল্যায়ন, মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে সম্প্রদায়ভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন।
পুষ্টি ও খাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করতে জেলাশাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি. নিজেই

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছিনাইহানী মহাশ্মশানে তিন মাসের মধ্যে বসবে বৈদ্যুতিন চুল্লী, ঘোষণা মেয়র দীপক মজুমদারের

আগরতলা, ৯ জুন: বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ছিনাইহানী মহাশ্মশানের আধুনিকীকরণে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের ঘোষণা করলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। আগামী তিন মাসের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মহাশ্মশানে একটি অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিন চুল্লী স্থাপন করা হবে। আজ ছিনাইহানী মহাশ্মশানের সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মেয়র এই ঘোষণা করেন।
তিনি বলেন, রাজধানী আগরতলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই মহাশ্মশানের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে আগরতলা পুরনিগম একাধিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। দীপক মজুমদার জানান, ইতিমধ্যেই মহাশ্মশানের সৌন্দর্যায়নের কাজে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শ্মশান চত্বরের পরিবেশ উন্নয়ন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বসার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেওয়া হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
মেয়র বলেন, বৈদ্যুতিন চুল্লী চালু হলে শেষকৃত্য সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া আরও দ্রুত, পরিবেশবান্ধব এবং আধুনিক হবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভোগান্তিও অনেকাংশে কমবে। নগরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলেও তিনি জানান।
অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, পুরনিগমের পদস্থ আধিকারিক এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত অতিথিরা মহাশ্মশানের উন্নয়নমূলক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে দ্রুত বৈদ্যুতিন চুল্লী স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করার আহ্বান জানান।
স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, বৈদ্যুতিন চুল্লী স্থাপন ও সৌন্দর্যায়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ছিনাইহানী মহাশ্মশান আধুনিক ও উন্নত পরিকাঠামোসমৃদ্ধ একটি দাহস্থলে পরিণত হবে, যা রাজধানী এলাকার মানুষের জন্য বিশেষভাবে উপকারী হবে।

প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান-এর ১০ বছর পূর্তি মাতৃস্বাস্থ্য সুরক্ষায় দশকের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন: মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান (পিএমএসএমএ) সফলভাবে ১০ বছর পূর্ণ করেছে। ২০১৬ সালের ৯ জুন চালু হওয়া এই কর্মসূচির মাধ্যমে গত এক দশকে দেশে ৭.৫ কোটিরও বেশি গর্ভবতী মহিলা বিনামূল্যে উন্নতমানের প্রসব-পূর্ব স্বাস্থ্যপরিষেবা গ্রহণ করেছেন। আজ দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযানের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সকল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহন করার কথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জে পি নাড্ডা। পাশাপাশি তিনি সমস্ত অংশের স্বাস্থ্যকর্মী বিশেষ করে আশা কর্মীদের এই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য শুভেচ্ছা জানান।
এই উপলক্ষে সারা দেশের পাশাপাশি ত্রিপুরার আটটি জেলায়ও বিশেষ পিএমএসএমএ সেশনের আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে গর্ভবতী মহিলারা নিকটবর্তী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে প্রসব পূর্ববর্তী পরীক্ষা, রক্ত ও মূত্র পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা শনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় ফলো-আপ পরিষেবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
প্রতি মাসের ৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পিএমএসএমএ সেশনের মাধ্যমে গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে প্রসব-পূর্ব স্বাস্থ্য পরীক্ষা, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং পুষ্টি ও নিরাপদ মাতৃত্ব সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা দ্রুত শনাক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জটিলতা প্রতিরোধ করা। ২৫টি উচ্চ ঝুঁকির কারণ চিহ্নিত করে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে গুরুতর রক্তাল্পতা, গর্ভকালীন উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, যমজ সন্তান ধারণ, কিশোরী গর্ভধারণ, সংক্রামক রোগসহ বিভিন্ন চিকিৎসাগত ও

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোনামুড়া জেলা কংগ্রেসের নতুন সভাপতি রোশন আলী, সংবর্ধনায় দলীয় নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৯ জুন: সোনামুড়া জেলা কংগ্রেসের নতুন সভাপতি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন রোশন আলী। মঙ্গলবার সোনামুড়া কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর হাতে সভাপতির দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে বিদায়ী জেলা সভাপতি দীপক চক্রবর্তী নতুন সভাপতি রোশন আলীকে সভাপতির আসনে বসিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার অর্পণ করেন। পরে বিভিন্ন ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরা তাঁকে ফুল ও উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধনা জানান।
এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি রুহুল আমিন, জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক হাবিল মিয়া, যুব কংগ্রেস নেতা অ্যাডভোকেট চয়নজিৎসহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা।
দায়িত্ব গ্রহণের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নবনিযুক্ত জেলা সভাপতি রোশন আলী বলেন,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মৎস্য দপ্তরের প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ, তদন্তের দাবি প্রাক্তন বিধায়ক সুধন দাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন: মৎস্য দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানালেন প্রাক্তন বিধায়ক সুধন দাস। মঙ্গলবার কুমারঘাটে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন, মৎস্যজীবীদের উন্নয়নের নামে বরাদ্দ অর্থের যথাযথ ব্যবহার না করে একাধিক প্রকল্পে অনিয়ম করা হয়েছে।
তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি এবং মৎস্যজীবী ইউনিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সুধন দাস বলেন, সম্প্রতি একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে কুমারঘাটের বিভিন্ন এলাকায় মৎস্য দপ্তরের প্রকল্পগুলি পরিদর্শনে গিয়ে তারা একাধিক অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছেন।
তাঁর অভিযোগ, কুমারঘাটের কাঞ্চনবাড়ি এলাকার বলাই বাজারে একটি জলাশয় উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রায় ২৯ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হলেও প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ কাজ বাস্তবায়িত হয়নি। স্থানীয়দের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তিনি দাবি করেন, প্রকল্পের অধীনে কালভার্ট নির্মাণ, সুইচগেট স্থাপন, জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং রাস্তা নির্মাণের কথা থাকলেও সেসব কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। অথচ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি।
একইভাবে কুমারঘাটের জগন্নাথপুর এলাকায় মৎস্যজীবীদের জন্য প্রায় ১১ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্পেও অনিয়মের অভিযোগ তোলেন সুধন দাস। তাঁর দাবি, প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থের তুলনায় খুব অল্প পরিমাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় একই ধরনের অনিয়মের ঘটনা ঘটছে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাওয়া হলেও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।
প্রাক্তন বিধায়ক জানান, বিষয়টি নিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। আগামী দিনে মৎস্যজীবী ও সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হবে। তবে এই অভিযোগগুলির বিষয়ে মৎস্য দপ্তর বা অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অভিযোগের সত্যতা যাচাই এবং প্রকৃত পরিস্থিতি জানতে প্রশাসনিক তদন্তের দিকে নজর রয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলের।

রাজধানীতে বেআইনি মাংসের দোকানের বিরুদ্ধে নিগমের অভিযান, একাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন: রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন এলাকায় বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা মাংসের দোকানের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার বড়সড় উচ্ছেদ অভিযান চালাল আগরতলা পুর নিগম। আদালতের নির্দেশনা এবং নগরীর সৌন্দর্য ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার স্বার্থে পরিচালিত এই অভিযানে একাধিক অবৈধ দোকান ভেঙে ফেলা হয়।
পুর নিগম সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক বছরে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও সরকারি জমি দখল করে অসংখ্য মাংস বিক্রির দোকান গড়ে উঠেছে। এসব দোকানের অনেকগুলিই প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছিল এবং প্রকাশ্য স্থানে স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষা করে মাংস বিক্রি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ।
মঙ্গলবার দুপুরে নিগমের টাস্কফোর্স জয়নগর, আখাউড়া রোড, দুর্গা চৌমুহনীসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানের সময় রাস্তার ধারে ও সরকারি জমির উপর গড়ে ওঠা একাধিক মাংসের দোকান উচ্ছেদ করা হয়। নিগমের কর্মকর্তারা জানান, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বহুবার সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের নিয়ম মেনে ব্যবসা পরিচালনা এবং অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নেওয়ার জন্য নোটিশ ও মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই সেই নির্দেশ মানা হয়নি। ফলে প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হতে হয়েছে।
অভিযান চলাকালে কয়েকটি স্থানে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে আপত্তি ও বাধা দেওয়ার চেষ্টা হলেও টাস্কফোর্স নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে যায়। নিগমের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাস্তার ধারে বা সরকারি জমি দখল করে কোনো ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না। ভবিষ্যতেও এই ধরনের অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চলবে।

যুব সমাজকে মাদকের কবল থেকে বাঁচাতে সরব গণতান্ত্রিক নারী সমিতি, থানায় ডেপুটেশন

আগরতলা, ৯ জুন: যুব সমাজকে মাদকাসক্তির কবল থেকে রক্ষা করা এবং বেড়ে চলা নেশার কারবার বন্ধের দাবিতে পূর্ব মহিলা থানায় ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটি।
সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ জানান, নেশার বিস্তার শুধু যুব সমাজের ভবিষ্যৎকেই বিপন্ন করছে না, সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাই প্রশাসনের কাছে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। তাই নেশার কারবার বন্ধের দদবিতপ সংগঠনের পক্ষ থেকে মহিলা থানার কর্তৃপক্ষের হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, বর্তমানে বিভিন্ন এলাকায় নেশার প্রকোপ উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে যুব সমাজ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়।
স্মারকলিপিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি উত্থাপন করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে রাজ্যের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মরণনেশার হাত থেকে রক্ষা করতে প্রশাসনের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, বনমালীপুর এলাকায় প্রকাশ্যে চলা নেশার কারবার ও নেশা সেবন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা, সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রুখতে বিভিন্ন এলাকায় পুলিশি টহল বৃদ্ধি এবং নেশাখোর ও জুয়াড়িদের আড্ডাস্থল হিসেবে পরিচিত এলাকাগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন।

পরিবারের অনুপস্থিতির সুযোগে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন: আমতলী থানাধীন কার্তিক চৌমুহনী এলাকার ভাতৃ সংঘ ক্লাব সংলগ্ন একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে চোরের দল বাড়িতে হানা দিয়ে নগদ প্রায় তিন লক্ষ টাকা, স্বর্ণালংকার, রূপার গয়নাসহ মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ।
জানা গেছে, ওই বাড়ির বাসিন্দা বিষ্ণু ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী গত ৩ জুন ব্যক্তিগত কাজে বাড়ির বাইরে যান। মঙ্গলবার বাড়িতে ফিরে এসে তারা দেখতে পান, ঘরের তালা ভাঙা এবং ভেতরে থাকা নগদ অর্থ ও গয়নাসহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী উধাও। এরপরই বিষয়টি আমতলী থানায় জানানো হয়।
পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জমি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে নগদ অর্থ বাড়িতে রাখা ছিল। সেই সঙ্গে ঘরে থাকা স্বর্ণ ও রূপার গয়নাও চোরেরা নিয়ে যায়। হঠাৎ করে এত বড় ক্ষতির মুখে পড়ে পরিবারটি কার্যত নিঃস্ব হয়ে পড়েছে বলে দাবি করেন গৃহকর্তীর।
তিনি জানান, তাঁর স্বামী

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসককে প্রকাশ্যে অপমান করা অনভিপ্রেত, মুখ্য সচেতকের আচরণের সমালোচনায় ডা. বিজয় দেববর্মা

আগরতলা, ৯ জুন: কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. রাজা জমাতিয়ার সঙ্গে ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক ও বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায়-এর আচরণ নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন ত্রিপুরা স্টেট মেডিক্যাল কাউন্সিলের প্রাক্তন সভাপতি ডা. বিজয় দেববর্মা। তিনি বলেন, কোনও জনপ্রতিনিধিরই কর্তব্যরত কোনও পেশাজীবীকে প্রকাশ্যে অপমান করার অধিকার নেই। সোমবার এক প্রতিক্রিয়ায় ডা. দেববর্মা বলেন, কোনও চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তা প্রশাসনিক স্তরে উত্থাপন করা উচিত। এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিকর্তা, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমও) কিংবা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি জানানো যেতে পারে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, যখন রাজ্যে একই দলের সরকার ক্ষমতায় রয়েছে, তখন প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে প্রকাশ্যে এমন আচরণের প্রয়োজনীয়তা কোথায়।
তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের মাধ্যমেই সম্ভব, ফেসবুক লাইভ বা প্রচারমুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নয়। এ ধরনের ঘটনা চিকিৎসকদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে এবং প্রকৃত সমস্যাগুলি থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে দেয়।
ডা. দেববর্মার মতে, কোনও বিধায়ক আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন না। সংবিধান কাউকে কোনও নাগরিকের মর্যাদা ও সুনাম ক্ষুণ্ণ করার অধিকার দেয়নি। একজন সম্মানিত পেশাজীবীকে প্রকাশ্যে হেনস্থা করে তার ভিডিও ভাইরাল করা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন। প্রাক্তন টিএসএমসি সভাপতি বলেন, রাজ্যের চিকিৎসকদের প্রতিনিয়ত চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়। জরুরি পরিস্থিতি সামলানোর পাশাপাশি অনেক সময় তাঁদের শারীরিক আক্রমণেরও মুখোমুখি হতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের রাজনৈতিক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানানো দুর্ভাগ্যজনক বলে তিনি মন্তব্য করেন।
ঘটনার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য মুখ্য সচেতকের প্রতি আহ্বান জানান ডা. দেববর্মা। পাশাপাশি চিকিৎসক সংগঠনগুলিকেও বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার অনুরোধ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, কোনও চিকিৎসককে প্রকাশ্যে অপমান বা হেয় প্রতিপন্ন করার সংস্কৃতি বরদাস্ত করা উচিত নয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 10-06-2026, 01:05